RNI No. 71057/96

পৃ: ৫

ফিল্ম রিভিউ
‘আজও অর্ধাঙ্গিনী’
শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত নিয়োগী

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

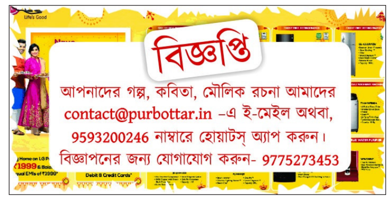

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৪ জুলাই- ০৬ অগাস্ট, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২ Vol: 30, Issue: 15, Cooch Behar, Friday, 24 July- 06 August, 2026, Pages: 12 Rs. 3

স্পেনের বিশ্বজয়, মেসির স্বপ্নভঙ্গ

দেবাশীষ চক্রবর্তী

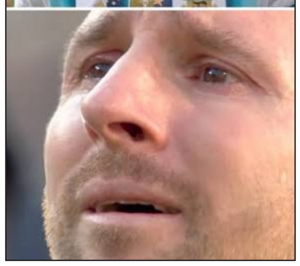

বিশেষ প্রতিবেদন: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বারও বিশ্বচ্যাম্পিয়ন স্পেন নিউ জার্সির ইস্ট রাদারফোর্ডের ঐতিহাসিক মঞ্চে রচিত হলো বিশ্ব ফুটবলের নতুন ইতিহাস। রুদ্ধশ্বাস লড়াই, অসাধারণ কৌশল এবং শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তার সাক্ষী থেকে ২০২৬ সালের ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপের শিরোপা জিতে নিল স্পেন। অতিরিক্ত সময়ে ফেরান তোরেসের করা একমাত্র গোলে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে ২০১০ সালের পর দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ ট্রফি নিজেদের করে নিল লা রোজা। অন্যদিকে, টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নামা লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার সেই স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত অপূর্ণই থেকে গেল।

ফাইনালের শুরু থেকেই বলের দখল ও কৌশলের ক্ষেত্রে স্পেন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয়। পেদ্রি, রদ্রি, লামিনে ইয়ামাল এবং নিকো উইলিয়ামসের সমন্বিত ফুটবল আর্জেন্টিনার রক্ষণকে বারবার চাপে ফেলে। তবে গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজের দুর্দান্ত কয়েকটি সেভ আর্জেন্টিনাকে দীর্ঘ সময় ম্যাচে টিকিয়ে রাখে। অন্যদিকে লিওনেল মেসি, হুলিয়ান আলভারেজ ও এনজো ফার্নান্দেজকে ঘিরে আর্জেন্টিনাও পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা চালালেও স্পেনের সুসংগঠিত রক্ষণভাগ তাদের কোনো সুযোগই কাজে লাগাতে দেয়নি।

নির্ধারিত ৯০ মিনিট গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ার পর খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। ম্যাচের ১০৬তম মিনিটে বদলি হিসেবে নামা ফেরান তোরেস বক্সের ভেতরে সুযোগ কাজে লাগিয়ে জোরালো শটে বল জালে জড়িয়ে দেন। সেই একমাত্র গোলই নির্ধারণ করে দেয় বিশ্বকাপের ভাগ্য। গোল হজমের পর সমতায় ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে আর্জেন্টিনা। মেসির নেতৃত্বে একের পর এক আক্রমণ হলেও স্পেনের রক্ষণ ও গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় আর সমতা ফেরানো সম্ভব হয়নি। শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই স্পেনের ফুটবলাররা উল্লাসে মেতে ওঠেন, আর আর্জেন্টিনা শিবিরে নেমে আসে গভীর হতাশা।

এই ফাইনাল ছিল ফুটবল বিশ্বের অন্যতম আবেগঘন এক ম্যাচ। ৩৯ বছর বয়সী লিওনেল মেসির সম্ভাব্য শেষ বিশ্বকাপ ফাইনাল হিসেবে কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর নজর ছিল এই ম্যাচে। ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর আরও একবার ট্রফি উঁচিয়ে ধরার স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। কিন্তু স্পেনের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিখুঁত ফুটবলের সামনে সেই স্বপ্ন পূরণ হলো না। শেষ বাঁশি বাজার পর হতাশ মেসির মাঠ ছেড়ে যাওয়ার দৃশ্য বিশ্বজুড়ে তাঁর ভক্তদের আবেগাপ্লুত করে তোলে।

পুরো টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে স্পেন এই বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তের নেতৃত্বে তরুণ ও অভিজ্ঞদের মিশেলে গড়া এই দল প্রতিটি ম্যাচেই আক্রমণাত্মক ও আধুনিক ফুটবলের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। লামিনে ইয়ামাল, পেদ্রি, রদ্রি, নিকো উইলিয়ামস এবং ফেরান তোরেসদের অসাধারণ পারফরম্যান্স স্পেনকে নতুন এক স্বর্ণযুগের দিশা দেখাচ্ছে।

২০২৬ সালের এই বিশ্বকাপ শুধু একটি শিরোপা জয়ের গল্প নয়; এটি বিশ্ব ফুটবলের এক যুগের অবসান এবং নতুন এক যুগের সূচনার প্রতীক। একদিকে স্পেনের দ্বিতীয় বিশ্বজয়ের উল্লাস, অন্যদিকে লিওনেল মেসির অপূর্ণ স্বপ্ন—এই দুই বিপরীত আবেগেই ফুটবল ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বন্যা রুখতে তিস্তা-সংস্কার, অনুমোদন সেচ দপ্তরের

বিশেষ প্রতিবেদন

দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে অনুমোদন পেল তিস্তা নদীর খনন পরিকল্পনা। নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও গতিপথ স্বাভাবিক রাখতে বর্ষা শেষ হলেই শুরু হবে খনন কাজ। সেচ দপ্তর জানিয়েছে, অক্টোবর মাসে বর্ষা বিদায়ের পর তিস্তার পাশাপাশি জলঢাকা ও করলা নদীতেও সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

২০২৩ সালে সিকিমে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর তিস্তায় বিপুল পরিমাণ বালি, পলি ও পাথর জমে নদীর গভীরতা কমে যায়। এর ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। নদীর পাড়ের লালটং বস্তি ও চমকডাঙি গ্রামের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সেচ দপ্তর তিস্তা খননের প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠায়।

নদী বিশেষজ্ঞদের সমীক্ষার পর তৈরি পরিকল্পনা সম্প্রতি অনুমোদন পেয়েছে। প্রথম পর্যায়ে সেবক পাহাড়ের পাদদেশ থেকে মাল, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি সদর হয়ে ময়নাগুড়ি পর্যন্ত প্রায় ৬০ কিলোমিটার এলাকায় তিস্তা নদী খনন করা হবে। কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রাডিং কর্পোরেশন লিমিটেড (এমডিটিসিএল)-কে।

সেচ দপ্তর জানিয়েছে, তিস্তা নদীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে টেন্ডারের মাধ্যমে কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তিস্তা সেতু সংলগ্ন প্রায় আট কিলোমিটার এলাকায় কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে। তিস্তার পাশাপাশি ময়নাগুড়ির সাপ্টিবাড়ি এলাকায় জলঢাকা নদীর প্রায় ১.২ কিলোমিটার এবং জলপাইগুড়ি শহরের করলা নদীর প্রায় ১৫ কিলোমিটার অংশেও খনন কাজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এখনও ডাইনি অপবাদ, মালদায় নির্যাতিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

পুরাতন মালদা: সম্প্রতি ডাইনি অপবাদে এক আদিবাসী মহিলা ও তাঁর স্বামীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে গ্রামের কয়েকজন মোড়ল-মাতব্বরের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি গ্রামে। ঘটনায় মালদা থানায় সাতজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে নির্যাতিতার পরিবার।

অভিযোগ, ওই আদিবাসী দম্পতিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়। গ্রাম্য সালিশে তাঁদের ডাইনি সন্দেহে অপবাদ দেওয়া হয় এবং এরপরই শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে পরিবারের দাবি। মহিলাকে জুতো দিয়ে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এমনকি ওই মহিলার ভাই, দিদিকে বাঁচাতে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয়। দম্পতির সন্তানদেরও হুমকি দেওয়া হয় এবং তাঁদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দম্পতিকে উদ্ধার করে পুলিশ। মারধরের ঘটনায় ওই মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং নিরাপত্তার কারণে তাঁরা আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। এদিকে বিজেপি বিধায়ক গোপাল সাহা ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, “ডাইনি সন্দেহে কাউকে মারধর করা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও লজ্জাজনক।”

আদালতে অভিজিৎ, ১১ দিনের পুলিশ হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ২২ জুলাই বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে নিয়ে আসা হয় কোচবিহার কোতোয়ালি থানায়। খবর পেয়ে থানায় পৌঁছান তাঁর স্ত্রী লোপামুদ্রা গুহ, পরিবারের সদস্য এবং অনুগামীরাও। ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানার সামনে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সেই সময় উপস্থিত এক যুবক লোপামুদ্রা গুহকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন তোলেন, “অন্যকে যখন মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়েছিলেন, তখন মনে ছিল না?” এই মন্তব্যকে ঘিরে ওই যুবক ও লোপামুদ্রা গুহর মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কোতোয়ালি থানার পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে উভয় পক্ষকে শান্ত করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে আর কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

ঘটনার পর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, “আইন আইনের পথেই চলবে। যারা দোষী, তারা উপযুক্ত শাস্তি পাবে।” তবে এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অভিজিৎ দে ভৌমিককে ঘিরে সাম্প্রতিক ঘটনাবলির জেরে কোচবিহারের রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোচনা শুরু হয়েছে। ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার কোচবিহার কোতোয়ালি থানা থেকে তাঁকে জেলা আদালতে তোলা হয়। তাঁকে আদালতে আনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আদালত চত্বরে ভিড় জমায় বহু মানুষ। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতির আশঙ্কায় আদালত চত্বরজুড়ে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী।

আদালত প্রাঙ্গণে পৌঁছতেই উপস্থিত কয়েকজন ব্যক্তি অভিজিৎ দে ভৌমিকের বিরুদ্ধে ‘চোর চোর’ স্লোগান দিতে শুরু করেন। সেই সময় তাঁর উদ্দেশ্যে ডিম নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে বলে জানা যায়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও পুলিশ দ্রুত নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে তাঁকে আদালত কক্ষে নিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আদালত চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়ালেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয় পুলিশ।

এরপর মামলার শুনানিতে তদন্তকারী সংস্থা ও অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনেন বিচারক। তদন্তের অগ্রগতির স্বার্থে আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থার আবেদন মঞ্জুর করে অভিজিৎ দে ভৌমিককে ১১ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয় আদালত।

২৬ দিনের অনশন শর্তসাপেক্ষে ভাঙলেন সোনম

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষা ব্যবস্থার সীমাহীন অনিয়ম এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি দমনপীড়নের প্রতিবাদে রাজধানীর রাজনৈতিক আবহাওয়া এখন চরম উত্তপ্ত। একদিকে দিল্লির যন্তর মন্তরে টানা ২৬ দিন ধরে চলা আমরণ অনশন অবশেষে শর্তসাপেক্ষে ভাঙলেন বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক। অন্যদিকে, আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের নির্বিচার লাঠিচার্জের প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বদ্রা। সব মিলিয়ে নিট বিতর্ককে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এই ছাত্র আন্দোলন বর্তমানে দেশের সামগ্রিক রাজনীতির শীর্ষ সংবাদে পরিণত হয়েছে।

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রথমে সফদারজং এবং পরবর্তীতে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে ২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার রাতে সোনম ওয়াংচুককে গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার রাতে হাসপাতালের কক্ষে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. জীতেন্দ্র সিংয়ের উপস্থিতিতে ডাবের জল খেয়ে অনশন ভঙ্গ করেন ওয়াংচুক।

লেহ অ্যাপেক্স বডির সহ-আহ্বায়ক ছেরিং দরজে লাকরুক নিশ্চিত করেছেন যে, কেন্দ্রের কাছ থেকে লিখিত আশ্বাস পাওয়ার পরেই অনশন প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে- সহিংসতায় লিপ্ত না থাকা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে করা সমস্ত আইনি মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের হতাশায় যে সমস্ত পরীক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

আসন্ন সংসদ অধিবেশনে দেশের সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার ব্যবস্থা করা হবে।

অনশন ভাঙার পর আন্দোলনকারীদের শান্ত থাকার আবেদন জানিয়ে ওয়াংচুক বলেন, “প্রতিপক্ষের উসকানিতে পা না দিয়ে আমাদের প্রতিবাদ কেবল ভালোবাসার ফুল দিয়েই জানাতে হবে। সহিংসতা কোনো সমাধানের পথ হতে পারে না।”

সোনম ওয়াংচুক অনশন ভঙ্গ করায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ‘ককরোচ জনতা পার্টি’(সিজেপি)-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ ডিপকে।

ওয়াংচুকের সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়ে তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, অনশন ভাঙলেও আন্দোলন এখনই থামছে না। সিজেপি-র মূল দাবি অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান যতক্ষণ না পর্যন্ত পদত্যাগ করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যন্তর মন্তরে অবস্থান বিক্ষোভ অব্যাহত থাকবে।

একই সাথে আন্দোলনে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সিজেপি। গত ২০ জুলাই সোমবারের ‘সংসদ চলো’ অভিযানের সময় দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের অভিযোগে দলের মুখপাত্র বিজেতা দহিয়াকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অভিজিৎ ডিপকে জানান, পুলিশের সাথে সংঘাত ও লাঠিচার্জের ঘটনায় ১৮০ জনেরও বেশি শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তাই শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে পুনরায় সংসদ অভিযান না করে যন্তর মন্তরেই গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন চালানো হবে।

গত ২০ জুলাই সোমবার পার্লামেন্ট অভিযানে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগের ঘটনায় রাজনৈতিক পারদ চূড়ায় পৌঁছায়। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনের বাইরে আকস্মিক ধর্নায় বসেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই দিল্লি পুলিশ সেই প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বদ্রা-সহ একাধিক বর্ষীয়ান কংগ্রেস সাংসদকে চড়াও হয়ে পুলিশ আটক করে।

পরবর্তীতে রাহুল গান্ধীকে মডেল টাউন এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে মন্দির মার্গ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ছেলের সাথে দেখা করতে সোনিয়া গান্ধীও থানায় পৌঁছান। পুলিশি এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে যন্তর মন্তরে দাঁড়িয়ে তোপ দাগেন, “দেশের ভবিষ্যতের ওপর এমন বর্বর লাঠিচার্জ ও দমনপীড়ন স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায়নি।”

শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ প্রশমনে মুখ খুলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি প্রশ্ন ফাঁসকে কোটি কোটি তরুণ-তরুণীর জীবনের প্রতি এক চরম অবিচার হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, “অপরাধীদের ছাড় দেওয়া হবে না, ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে।” দ্রুত বিচারের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ ‘ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট’ গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরই দিল্লি হাইকোর্ট বিশেষ বিচারক হিসেবে অনু গ্রোভার বালিগাকে নিযুক্ত করেছে, যিনি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলাগুলোর একক ও দ্রুত বিচার পরিচালনা করবেন।

এরই মধ্যে প্রশাসনিক স্তরে রদবদল ঘটিয়ে উচ্চশিক্ষা সচিব বিনীত জোশীকে সরিয়ে পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং নরেশ পাল গাংওয়ারকে নতুন উচ্চশিক্ষা সচিব নিযুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, কেন্দ্রীয় সরকারের আশ্বাস এবং বিরোধীদের আক্রমণ, এই দুইয়ের টানাপোড়েনে দিল্লির মসনদ ও রাজপথের উত্তাপ এখন চরমে।

নিট বিতর্ক

রাহুল গান্ধীর তীব্র আক্রমণ, আন্তর্জাতিক মঞ্চেও আন্দোলনের আঁচ

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস বিতর্ক ও শিক্ষা ব্যবস্থার অনিয়মকে কেন্দ্র করে রাজধানী নয়াদিল্লিতে ছাত্র আন্দোলন ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির যৌথ প্রতিবাদ চরম আকার ধারণ করেছে। যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত ছাত্রসমাজ এবং ‘ককরোচ জনতা পার্টি’-র পাশে দাঁড়িয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন, সাধারণ পরিবারগুলি সন্তানকে নিট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে, তা সরকারের বার্ষিক শিক্ষা বাজেটের প্রায় সমতুল্য; তা সত্ত্বেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। গত ২১ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশি ধাক্কাধাক্কিতে নিজের নাক দিয়ে রক্ত পড়ার ঘটনাকে গুরুত্ব না দিয়ে রাহুল জানান, তাঁর সঙ্গে হওয়া আচরণ তুচ্ছ, মূল বিষয় হলো দেশের ভঙ্গুর শিক্ষা ব্যবস্থা। এই পরিস্থিতির দায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে দাবি তোলেন তিনি।

একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধী দল সংসদে আলোচনার দাবি জানালেও সরকার সাড়া না দেওয়ায় বাধ্য হয়ে তারা রাজপথে নেমেছে।

আন্দোলনের আঁচ রাজপথ পেরিয়ে আদালতেও পৌঁছায়। গত ২০ জুলাই পার্লামেন্ট অভিযানের সময় বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশের ‘অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের’ অভিযোগে দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্র ও দিল্লি পুলিশকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে এবং সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ সুরক্ষিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পরিস্থিতির গাম্ভীর্য অনুধাবন করে কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী

কিরেন রিজিজু সংসদে নিট ইস্যুতে আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিলেও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং পাল্টা তোপ দেগে অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে বিরোধীরা যুবসমাজকে ‘রাজনৈতিক হাতিয়ার’ হিসেবে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাসভবনে বৈঠকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে সিজেপি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কোনো বন্ধ দরজার আলোচনা নয়, কথা হতে হবে যন্তর মন্তরের মতো উন্মুক্ত নিরপেক্ষ ‘জনতা দরবারে’।

টানা ২৫ দিন ধরে অনশনরত বিশিষ্ট সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে গুরুগাঁওয়ের মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে বিজেপির শীর্ষ নেতারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সিজেপি নেতৃত্ব ওয়াংচুককে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে স্পষ্ট করে যে, তাঁর আত্মত্যাগ থেকে প্রেরণা নিয়ে যুব সমাজ এবার আন্দোলনের ব্যাটন হাতে তুলে নেবে। আন্দোলনকারীদের ওপর দমনপীড়নের প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে গিয়েছে; নিউ ইয়র্ক, সান হোসে, লন্ডন ও ডাবলিনে প্রবাসী ভারতীয় ও মানবাধিকার সংস্থাগুলি প্রতিবাদে নেমেছে। সংসদে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্যসচেতক নাদিমূল হক নোটিশ দেওয়ার পাশাপাশি সাংসদ মহুয়া মৈত্রও সোচ্চার হয়েছেন। নিরাপত্তার খাতিরে দিল্লির ১৬টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখা এবং ১০টি এফআইআর দায়েরের ঘটনা প্রমাণ করে যে, এই ব্যাপক আন্দোলনের মুখে বর্তমানে মোদী-শাহ সরকারের ওপর অভূতপূর্ব প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক চাপ তৈরি হয়। তারপরেই অনশন ভাঙেন সোনম।

চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন

বানারহাট: ডুয়ার্সের গয়েরকাটা চা বাগানের ১১ নম্বর সেকশনে অবশেষে খাঁচাবন্দি হল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। গত ২৩জুলাই বৃহস্পতিবার ভোরে বাগানের পাম্প হাউসের সামনে বনদপ্তরের পাতা খাঁচায় আটকে পড়ে চিতাবাঘটি।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বেশ কয়েকদিন ধরেই বাগান এলাকায় চিতাবাঘের আনাগোনা দেখা যাচ্ছিল। ছাগল ও গবাদিপশু নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগও উঠেছিল। ফলে আতঙ্কে ছিলেন চা-বাগানের শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা।

অভিযোগের ভিত্তিতে বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের পক্ষ থেকে পাম্প হাউস সংলগ্ন এলাকায় ছাগলকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে খাঁচা পাতা হয়। এদিন ভোরে শ্রমিকরা চিতাবাঘের গর্জন শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, খাঁচার ভিতরে বন্দি রয়েছে প্রাণীটি।

চিতাবাঘ ধরা পড়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। অনেকেই মোবাইলে ছবি তুলতে সেখানে পৌঁছে যান। পরে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়।

চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা, এসডিওর দ্বারস্থ কাউন্সিলররা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন তাঁরই দলের একাংশের কাউন্সিলররা। সম্প্রতি তাঁরা কোচবিহার সদর মহকুমা শাসকের (এসডিও) দপ্তরে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। একই সঙ্গে অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থনকারী কাউন্সিলরদের স্বাক্ষর-সংবলিত চিঠিও প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অনাস্থা প্রস্তাব আনা কাউন্সিলরদের অভিযোগ, চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা অধিকাংশ দিনই পৌরসভায় উপস্থিত থাকেন না। ফলে বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হচ্ছে এবং দৈনন্দিন পরিষেবা প্রদানও ব্যাহত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ নানাবিধ নাগরিক পরিষেবা পেতে সমস্যার মুখে পড়ছেন বলেও তাঁদের দাবি। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে পৌরসভার স্বাভাবিক প্রশাসনিক কাজকর্ম সচল রাখার লক্ষ্যেই তাঁরা অনাস্থা প্রস্তাব আনতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান।

কাউন্সিলরদের দাবি, তাঁদের এই উদ্যোগে ইতিমধ্যেই পৌরসভার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি কাউন্সিলরের সমর্থন রয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন অনুযায়ী অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয়। সেই সমর্থনের প্রমাণস্বরূপ সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের স্বাক্ষর-সহ একটি আবেদনপত্রও সদর মহকুমা শাসকের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। এখন পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন অনুযায়ী প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয় এবং অনাস্থা প্রস্তাবের পরবর্তী প্রক্রিয়া কীভাবে এগোয়, সেদিকেই নজর সকলের।

গাছ ভেঙে ব্যাহত যান চলাচল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের পিলখানা বাজার সংলগ্ন এলাকায় ১৯ জুলাই রাতে হঠাৎ একটি বড় গাছ রাস্তার ওপর ভেঙে পড়ায় সাময়িকভাবে যান চলাচল ব্যাহত হয়। এর জেরে ওই রাস্তায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় এবং যাত্রীদের ভোগান্তি বাড়ে।

খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাছ সরানোর কাজ শুরু করেন। তাঁদের তৎপরতায় দ্রুতই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

৯ দফা দাবিতে এসডিওকে স্মারকলিপি সিপিআইএমের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক দাবি সামনে রেখে গত ২৩জুলাই বৃহস্পতিবার কোচবিহার মহকুমাশাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিল সিপিআই(এম)-এর কোচবিহার শহর এরিয়া কমিটি ও পরিবহন লোকাল কমিটি। দলীয় নেতা-কর্মীরা মিছিল করে এসডিও অফিসে পৌঁছে প্রশাসনের হাতে ৯ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেন।

স্মারকলিপিতে বৈধ নাগরিকদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসআইআর সংক্রান্ত প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি কোচবিহার পৌরসভার নাগরিক পরিষেবা উন্নত করা, পৌরসভার কর্মীদের ছাঁটাই বন্ধ, অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় সমস্ত দরিদ্র মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার (এনবিএসটিসি) সমস্ত অস্থায়ী কর্মীকে স্থায়ীকরণ, পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ বন্ধ এবং বস্তি ও কলোনির দরিদ্র বাসিন্দাদের উচ্ছেদ না করার দাবিও জানানো হয়।

সংগঠনের নেতৃত্বের বক্তব্য, সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই দাবিগুলি দীর্ঘদিনের। দ্রুত দাবিগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটারও ইঙ্গিত দেন সংগঠনের নেতারা।

বিজেপিতে ‘গুরুত্ব’ নেই! বিস্ফোরক অনন্ত মহারাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: জিসিপিএ-র ঐতিহাসিক ‘১৮ জুলাই’ পালন অনুষ্ঠানে এসে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের (জিসিপিএ) নেতা অনন্ত মহারাজ। গত ১৮জুলাই শনিবার বামনহাটে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গ ও বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে বিজেপির সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাঁর সেই অবদানের কোনও মূল্যায়ন হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

অনন্ত মহারাজ বলেন, “পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে আমি বিজেপিকে নিয়ে এসেছি। কিন্তু বিজেপি সরকারে আসতেই এখন কুকুরকে দাম দেয়, আমাকে নয়।” তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে।

তিনি আরও ইঙ্গিত দেন, দীর্ঘদিন বিজেপির স্বার্থে কাজ করলেও বর্তমানে দলের তরফে তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর এই ক্ষোভপূর্ণ মন্তব্য উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। তবে অনন্ত মহারাজের বক্তব্যের বিষয়ে বিজেপির পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এদিন বামনহাটে জিসিপিয়ের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ১৮ জুলাই উপলক্ষে সভা, আলোচনা এবং সংগঠনের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলনের ইতিহাস, দাবি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়েও আলোচনা হয়।

বাজেয়াপ্ত ১,১০০ ইয়াবা, ধৃত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের বিশেষ অভিযানে দিনহাটা-২ ব্লকের শুকারুরকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের নীলকমল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রায় ১,১০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় ২৬ বছর বয়সি মোশারফ হক নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত ২২জুলাই বুধবার গভীর রাতে নম্বর প্লেটবিহীন একটি মোটরসাইকেলে মাদক পাচারের অভিযোগে তাকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনহাটা-২ ব্লকের বিডিও লাহমু ওয়াই ওয়াংদির উপস্থিতিতে এনডিপিএস আইনের বিধি মেনে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে দুটি জিপলক পাউচ থেকে মোট ১০৯ গ্রাম ওজনের প্রায় ১,১০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে প্রাথমিক অনুমান।

ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুরো চক্রের হদিস পেতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন সাহেবগঞ্জ থানার ওসি নকুল রায়। উপস্থিত ছিলেন নয়ারহাট তদন্ত কেন্দ্রের ওসি হিমাদ্রি ঘোষ-সহ পুলিশের একটি বিশেষ দল।

পিডব্লিউডির নোটিশে দিনহাটায় অবৈধ নির্মাণ ভাঙছেন স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: রাজ্য পূর্ত (পিডব্লিউডি) দপ্তরের নোটিশ হাতে পাওয়ার পর সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে নিজেরাই বাড়ি ও দোকানের অবৈধ অংশ ভাঙতে শুরু করেছেন দিনহাটা শহরের বলরামপুর রোডের রেলগেট সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমির উপর গড়ে ওঠা একাধিক নির্মাণ এখন সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে জোরকদমে।

সম্প্রতি পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা এলাকায় রাস্তার মাপজোক করে সরকারি জমির সীমানা নির্ধারণ করেন। এরপর প্রায় ২৫জন বাসিন্দার হাতে নোটিশ তুলে দিয়ে আগামী ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে সরকারি জমির উপর থাকা সমস্ত নির্মাণ সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তার মধ্যবিন্দু থেকে দু’দিকে ২৫ ফুট পর্যন্ত এলাকা দখলমুক্ত রাখতে হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা জয়ন্ত সাহা, প্রশান্ত কুমার সাহা, সজল কুমার সাহা-সহ অন্যরা জানান, রাস্তা সম্প্রসারণ ও এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে তাঁরা প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাই কোনও জবরদস্তিমূলক অভিযানের অপেক্ষা না করে স্বেচ্ছায় সরকারি জমি ছেড়ে নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু করেছেন। তবে শ্রমিকের অভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব কাজ শেষ করা কিছুটা কঠিন বলেও জানান তাঁরা।

ইতিমধ্যে দিনহাটা শহর থেকে বলরামপুর পর্যন্ত সড়ক সম্প্রসারণ ও সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছে পূর্ত দপ্তর। সেই প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হিসেবেই সরকারি জমি দখলমুক্ত করার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

টিউশনি চালুর দাবিতে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: স্কুল শিক্ষকদের টিউশনি পড়ানোর দাবিতে দিনহাটায় বিক্ষোভে সামিল হলেন ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা। গত ২০জুলাই সোমবার সংহতি ময়দান থেকে মিছিল করে তাঁরা সহকারী অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের (এআই) দপ্তরে পৌঁছে স্মারকলিপি জমা দেন।

আন্দোলনকারীদের দাবি, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা নিষিদ্ধ থাকলেও নবম শ্রেণি থেকে উচ্চতর শ্রেণির ক্ষেত্রে সেই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়। তাঁদের বক্তব্য, শিক্ষাবর্ষের মাঝপথে টিউশনি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু পড়ুয়ার পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটছে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতিও ব্যাহত হচ্ছে। তাই শিক্ষার্থীদের স্বার্থে তাঁদের পছন্দের শিক্ষকদের কাছেই গৃহশিক্ষার সুযোগ বজায় রাখার দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। যদিও এই বিষয়ে সহকারী অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১৫, কোচবিহার, শুক্রবার, ২৪ জুলাই - ০৬ অগাস্ট, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

কর্মচারীদের অধিকারের টানাপোড়েন

রাজ্য সরকারি কর্মী ও অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন, মহার্ঘ ভাতা (ডিএ), পদোন্নতি ও পেনশন কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার লক্ষ্যে নতুন পে কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থ সচিব অতনু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে গঠিত এই কমিশনে ড. পার্থ মুখোপাধ্যায় ও আইআইএম কলকাতার ড. পার্থ প্রতিম পালের মতো বিশিষ্ট অর্থশাস্ত্রীরা স্থান পেয়েছেন। আগামী ছয় মাসের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে চলা এই কমিশন অষ্টম কেন্দ্রীয় পে কমিশনের সুপারিশ, রাজ্যের আর্থিক সাধ্য এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন বেতন কাঠামো সুপারিশ করবে, যেখানে কর্মীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও কাজের ভারসাম্যের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

তবে প্রশাসনিক এই পদক্ষেপের সমান্তরালে সরকারি কর্মীদের বকেয়া পাওনা ও রাজনীতি নিয়ে উত্তাপ চরমে পৌঁছেছে। সম্প্রতি ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট প্রশ্ন তোলেন, ক্লিয়ার করা সত্ত্বেও কেন ১ এপ্রিল থেকে সরকারি কর্মচারীরা প্রাপ্য ডিএ পেলেন না? বিরোধী দল বিজেপিকে নিশানা করে তিনি অভিযোগ করেন, প্রশাসনিক চালাকি ও রাজনৈতিক চক্রান্তের কারণে সাধারণ কর্মী এবং সামাজিক প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। শিক্ষানীতি ও অর্থনীতির বিপর্যয়ের সমালোচনা করে তিনি জেলায় জেলায় নেমে আন্দোলন ও বিরোধী শিবিরের মুখোশ খুলে দেওয়ার কড়া হুঁশিয়ারি দেন।

একদিকে বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক বেতন ও পেনশন কাঠামো পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে বকেয়া ডিএ না পাওয়ার ক্ষোভ—এ দুইয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা এখন অত্যন্ত সংবেদনশীল। কর্মসংস্কৃতি ও প্রশাসনিক দক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে কেবল দীর্ঘমেয়াদী কমিশন গঠনই যথেষ্ট নয়; কর্মচারীদের বকেয়া আইনি পাওনা দ্রুত মেটানো এবং রাজনীতিমুক্ত সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা আবশ্যক। রাজ্য সরকারের উচিত আর্থিক সক্ষমতার সঙ্গে কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মান ও ন্যায্য অধিকারের ভারসাম্য রক্ষা করা, যাতে সার্বিক প্রশাসনিক পরিকাঠামো সুসংহত থাকে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীত্মা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর, শ্রীত্মা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

অবক্ষয়ের খাদের কিনারে শিক্ষাব্যবস্থা এবং এক দাম্ভিক সরকারের ব্যর্থতার খতিয়ান!

উত্তর সম্পাদকীয় ১

একটি দেশের মেরুদণ্ড তার শিক্ষাব্যবস্থা এবং যুবসমাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, নিট পরীক্ষার সাম্প্রতিক প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং তার জেরে দেশজুড়ে গড়ে ওঠা ছাত্র বিক্ষোভ প্রমাণ করে যে, এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আজ গভীর সংকটে এবং সরকার তার দায়িত্ব পালনে চরমভাবে ব্যর্থ।

পরিসংখ্যান বলছে, বিগত এক দশকে দেশে ১৫২ বার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে, অথচ একজন অপরাধীরও আজ পর্যন্ত সাজা হয়নি। এই লাগাতার দুর্নীতির কারণে যোগ্য ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এবং অর্থের জোরে অযোগ্যরা অন্যায় সুবিধা পাচ্ছে। এর পরিণতি এতটাই ভয়ংকর যে, শুধুমাত্র নিট কেলেঙ্কারির পর ২০ জনেরও বেশি তরুণ-তরুণী আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এত বড় ট্র্যাজেডির পরও সরকারের নির্বিকার ও দাম্ভিক আচরণ দেশের প্রতিটি বিবেকবান নাগরিককে হতবাক করেছে।

নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিকে সরকার নস্যাৎ তো করেইছে, উল্টে দীর্ঘ ২৩ দিন নীরব থাকার পর শিক্ষামন্ত্রী এই পরিস্থিতির দায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর ওপর চাপিয়ে নোংরা রাজনীতির খেলা শুরু করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুর্নীতিবাজদের শাস্তির জন্য 'ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট' গঠনের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা ক্ষুব্ধ যুবসমাজের কাছে একটি ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি।

সবচেয়ে নিন্দনীয় বিষয় হলো, ছাত্রদের এই ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদকে দমন করার জন্য রাষ্ট্রের নির্মম পদক্ষেপ। 'ককরোচ জনতা পার্টি'-এর নেতৃত্বে যখন হাজার হাজার ছাত্র দিল্লির যন্তর মন্তরে জড়ো হন, তখন সরকার তাদের সঙ্গে আলোচনার পথ এড়িয়ে পুলিশের সাহায্যে দমনপীড়ন চালায়। শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের (RAF) পেলেট গানের ব্যবহার সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবেরই নগ্ন প্রকাশ। এর পাশাপাশি, সরকারপন্থী গণমাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করে এই আন্দোলনকে 'বিদেশি চক্রান্ত' বা 'চীনের ষড়যন্ত্র' বলে দাগিয়ে দেওয়ার যে নির্লজ্জ অপচেষ্টা হয়েছে, তা স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের ধারণাকেই কলুষিত করেছে।

তবে আশার কথা এই যে, সরকারের সমস্ত চোখরাঙানি ও অপপ্রচার ব্যর্থ করে এই ছাত্র আন্দোলন আজ এক স্বতঃস্ফূর্ত ও নেতৃত্বহীন গণজাগরণে পরিণত হয়েছে। ধর্ম, জাতপাত এবং রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান নির্বিশেষে আজ গোটা দেশের মানুষ একজোট হয়েছেন। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, গুজরাটের মতো সরকারের শক্ত ঘাঁটি থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্ব ভারত, মহারাষ্ট্র, দক্ষিণ ভারত এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রবাসী ভারতীয়রাও আজ এই আন্দোলনে শামিল হয়েছেন।

সরকারের বোঝা উচিত, দেশের বেকার ও হতাশ যুবসমাজকে উপহাস করে বা পুলিশের লাঠির জোরে সত্যকে বেশিদিন ধামাচাপা দেওয়া যায় না। প্রতিবেশী বাংলাদেশ বা নেপালে যুবসমাজের আন্দোলনের জেরে যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে, তা থেকে সরকারের শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। সরকার যদি অবিলম্বে দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার না করে এবং নিজেদের অহংকার ত্যাগ করে সাধারণ ছাত্রদের কথা না শোনে, তবে আগামী দিনে এই ছাত্র বিক্ষোভ এক ভয়ংকর গণবিস্ফোরণে রূপ নিতে বাধ্য। দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এই অধিকার কোনো সরকারের নেই।

লেখক ধূপগুড়ির বাসিন্দা, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মের কড়াকড়ি: ডিসিপ্লিন ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার নতুন প্রয়াস

উত্তর সম্পাদকীয় ২

ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেট কাঠামোর মানোন্নয়ন, খেলার গুণগত পরিবর্তন এবং মাঠে কঠোর শৃঙ্খলা ফেরাতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সাম্প্রতিক পদক্ষেপ নিশ্চিতভাবেই সময়োপযোগী এবং প্রশংসার দাবি রাখে। নতুন মরসুম মাঠে গড়ানোর ঠিক আগেই মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) সাম্প্রতিক আইন পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঁচটি নতুন নিয়ম চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্যই হলো ঘরোয়া ক্রিকেটে স্বচ্ছতা, পেশাদারিত্ব এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বজায় রাখা। ইতিমধ্যেই প্রতিটি রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা, ম্যাচ রেফারি এবং আম্পায়ারদের কাছে এই নির্দেশিকা পাঠিয়ে বোর্ড স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, খেলার মাঠে নিয়মভঙ্গ বা অসংলগ্ন আচরণের ক্ষেত্রে আর কোনো রকম শিথিলতা প্রদর্শন করা হবে না।

বোর্ডের এই নতুন সংস্কারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নজরকাড়া ও কঠোর পদক্ষেপটি হলো ইচ্ছাকৃত নো-বলের বিরুদ্ধে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি। এখন থেকে সামনের পায়ে বোলার যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নো-বল করেন, তবে তাঁকে কেবল সংশ্লিষ্ট ইনিংসেই নয়, বরং পুরো ম্যাচের জন্যই বল করা থেকে নিষিদ্ধ করা হবে। খেলায় যেকোনো ধরনের অনৈতিক সুবিধা নেওয়ার প্রবণতা কিংবা ম্যাচ গড়াপেটার মতো কলঙ্কজনক বিষয়গুলোকে শুরুতেই উপড়ে ফেলতে অন-ফিল্ড আম্পায়ারদের হাতে তুলে দেওয়া এই বিশেষ ক্ষমতা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। খেলার সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় এমন কঠোর বার্তা দীর্ঘদিন ধরেই প্রয়োজন ছিল।

পাশাপাশি, ম্যাচের কৌশলগত ফাঁকফোকর ব্যবহার করে অন্যায্য সুবিধা নেওয়ার মানসিকতা বন্ধেও বিসিসিআই দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। এতদিন দেখা যেত, মাল্টি-ডে ম্যাচে দিনের শেষ ওভারে কোনো ব্যাটার আউট হলে বোলিং দল প্রায়ই সময় নষ্ট করত কিংবা ব্যাটিং দল অন্যায্য সুযোগ নিয়ে দিনের খেলা সেখানেই স্থগিত করার চেষ্টা করত। কিন্তু নতুন নিয়মে শেষ ওভারে উইকেট পড়লেও নতুন ব্যাটারকে ক্রিজে আসতে হবে এবং আম্পায়ারকে বাধ্য হয়েই ওভারের বাকি বলগুলো শেষ করাতে হবে। এর পাশাপাশি, ম্যাচের শেষ দিনে কোনো ফলাফলের সম্ভাবনা না থাকলে ওভার বা ইনিংস ডিক্লেয়ার করে সময় বাঁচানোর যে প্রথা গড়ে উঠেছিল, তাও বন্ধ হচ্ছে। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যাওয়া এখন থেকে বাধ্যতামূলক, যা ক্রিকেটারদের প্রতিটি মুহূর্তে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ও পেশাদার মনোভাব বজায় রাখার বার্তা দেয়।

এছাড়াও, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বদলে যাওয়া গতিশীলতার সঙ্গে ঘরোয়া উদীয়মান ক্রিকেটারদের দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এই নতুন বিধিতে। একদিনের ম্যাচে ড্রিঙ্কস ব্রেকে দলের প্রধান কোচকে মাঠে প্রবেশের এবং ক্রিকেটারদের সরাসরি কৌশলগত বার্তা দেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, যা আইসিসির সাম্প্রতিক নিয়মাবলীর সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ। এর ফলে তরুণ ক্রিকেটাররা চাপের মুখে মাঠেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোচের পরামর্শ পাবেন। অন্যদিকে, বোলার বল হাত থেকে ছাড়ার মুহূর্তে উইকেটকিপারের গ্লাভসের অবস্থান পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত শিথিলতা আধুনিক ক্রিকেটের দ্রুত গতিকে সমর্থন করে। মাঠের প্রতিটি বল এবং প্রতিটি মুহূর্তকে আরও বেশি তীব্র ও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার বিসিসিআই-এর এই সুদূরপ্রসারী ও চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ ভিত্তিপ্রস্তরকে আরও মজবুত ও শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তুলবে।

'নবদুর্গা' রূপে পর্দায় ফিরছেন অভিনেত্রী-বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী

রাজনীতি ও বিনোদনের যুগলবন্দি টলিপাড়ায় নতুন নয়, তবে এবার তা এক অনন্য মাত্রা পেতে চলেছে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অভিনয় জগৎ থেকে দূরে থাকার পর আবার বড়পর্দায় ফিরছেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী তথা বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী। তবে সাধারণ কোনও চরিত্রে নয়, একেবারে পৌরাণিক অবতারে দেবী দুর্গা ও মহামায়ার রূপ নিয়ে পর্দায় আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন তিনি। 'কৃষ্টি ক্রিয়েশন'-এর প্রযোজনায় এবং সত্যব্রতের পরিচালনা, চিত্রনাট্য ও সংলাপে তৈরি হয়েছে নতুন বাংলা ছবি 'নবদুর্গা'। ২৪ জুলাই, শুক্রবার কলকাতার নন্দন ৩ প্রেক্ষাগৃহে বেলা ২টায় ছবিটির একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

সনাতন শাস্ত্রে বর্ণিত দেবী পার্বতীর নয়টি রূপ শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী এবং সিদ্ধিদাত্রী। এই রূপগুলির মধ্যে দেবী কোথাও সংহাররূপিণী অসুরনাশিনী, কোথাও মাতৃরূপিণী বা কন্যারূপিণী সনাতনী শক্তি। ছবিটিতে দেবী দুর্গার এই বৈচিত্র্যময় রূপ ও মহিমা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে দেবীর নয়টি রূপের সবকটিতেই পাপিয়া অধিকারীকে দেখা যাবে, নাকি তাঁর অভিনয় নির্দিষ্ট কোনও বিশেষ কেন্দ্রীয় রূপেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তা নিয়ে এখনও গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে।

ছবিটিতে পাপিয়া অধিকারী ছাড়াও অভিনয় করেছেন নিবেদিতা সেন, বিল্বদল চট্টোপাধ্যায়, অর্পণ কুমার শর্মা, অনির্বাণ চৌধুরী, নীতিকণা, প্রবীর অধিকারী, সঙ্গীতা ভট্টাচার্য প্রমুখ গুণী শিল্পী। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব সামলেছেন কুন্দন সাহা ও শ্বেতা গুপ্ত। গানে কণ্ঠ দিয়েছেন ভজন সম্রাট অনুপ জলোটা, পণ্ডিত তুষার দত্ত, রিয়া ও নীলিমা।

এ ছাড়া স্তোত্র পাঠ করেছেন শুভ দাশগুপ্ত, অর্পণ কুমার শর্মা, নিবেদিতা সেন এবং বিল্বদল চট্টোপাধ্যায়। একদিকে প্রশাসনিক ব্যস্ততার মাঝে কাজের স্বচ্ছতা ফেরানোর লড়াই, অন্যদিকে পর্দায় দেবী রূপে প্রত্যাবর্তন, দুই মিলিয়ে প্রবীণ এই অভিনেত্রীর নতুন পথচলা নিয়ে এখন সরগরম টলিপাড়া।

ফিল্ম রিভিউ
'আজও অর্ধাঙ্গিনী'

শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত নিয়োগী

মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী চরিত্রের নানান স্তর বা মনের কত রঙ পরতে পরতে সাজানো তাকে বুঝিয়ে দিয়ে পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলী বাংলা সিনেমায় নিজেকে অনন্য, অতুলনীয়, বলিষ্ঠ, ব্যক্তিত্ব রূপে বারেবার প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন। যত দেখছি ততই যেন মানুষটির ভাবনায় গভীরতা আর তার নিখুঁত রূপায়নের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি, বলাবাহুল্য মুগ্ধতা থাকছে মনজুড়ে।

কখন, কোনদিকে হঠাৎ করে কাহিনীর চলন বাঁক নেবে তা একমুহূর্ত আগেও আভাসের সুযোগ রাখেননি তিনি। শুধু দেখলাম 'অর্ধাঙ্গিনী'র পর যে প্রবল আশা নিয়ে 'আজও অর্ধাঙ্গিনী' দেখতে গেলাম তা পরিচালক শুধু পূরণ নয়, উপচে পড়া ভালোলাগা দিয়ে ভরিয়ে দিয়ে আবার তৃতীয়'র জন্য কল্পনা আর অপেক্ষার জাল বুনে দিলেন। রিভিউ দিতে বসিনি...এ ছবির মান নিয়ে একটা শব্দ বলা বা লেখা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।

মেল ইগোর লড়াইতে জিততে গিয়ে আপনজনকে (হয়তো বা আপন ভাবাই যায়নি কেনোদিনও) অসম্মান করে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া...কালচক্রে নিজের প্রতি তা ফিরে আসাই জাগতিক ধর্ম। নেমেসিস যে অবশ্যম্ভাবী পরিচালক সেটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন। শুভ্রাকে প্রজননে অক্ষম প্রমাণ করে, জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়াই বুমেরাং হয়ে ফিরেছে সুমনের জীবনে...দ্বিতীয় স্ত্রী মেঘনার মুখ ফিরিয়ে নেওয়াতে। যেখানে মেঘনার হঠাৎ অসুস্থতায় শুধু তিনটি মানুষের পারস্পরিক নীরব দৃষ্টি বিনিময় বুঝিয়ে দেয় নিজের অক্ষমতা নিয়ে ধরা পড়ে গেছে সুমন...অথচ সমাজের কাছে মাথা উঁচু করে বাঁচতে গিয়ে শুভ্রা-মেঘনাকে ব্যবহার করার অক্টোপাস জালে সে নিজেই আটকে পড়া জটিল চরিত্র। বন্ধুত্বই আসলে দাম্পত্যের সেতু...এই চাবিকাঠি যখন কেউ হারিয়ে ফেলে তখন দাম্পত্য বয়ে নিয়ে চলাটা হয়ে পড়ে জগদ্দল পাথরের মতো। তাই সন্তান ধারণের অক্ষমতাকে শুভ্রা'র ঘাড়ে যেমন চাপিয়ে দেওয়ার পাপ করা যায় তেমনই শীতল দাম্পত্যের ফাঁকটি দিয়ে ঢুকে মেঘনার অনুভূতিতে লালিত হয় রঞ্জনের প্রেম। শুভ্রা-সুমন-মেঘনা যেন অসমাপ্ত ত্রিভুজের তিন বাহু।

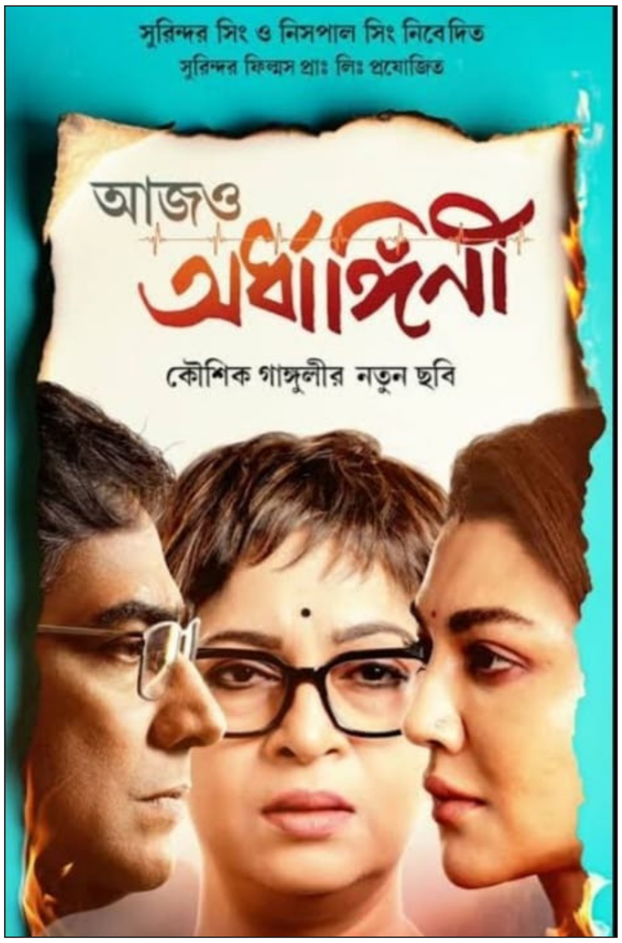

স্বামী-স্ত্রী'র জটিল সমীকরণ নারীর মনকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে বলে হয়তো মেঘনা বারেবার ছুটে গেছে শুভ্রার কাছেই...শুভ্রা স্পষ্ট কথা ছুঁড়ে দিয়েও আগলে রেখেছে মেঘনাকে। সম্পর্কে দূরত্ব এলে নারীরাই আবেগ দিয়ে তাকে আগলে রাখতে আজও এগিয়ে। হয়তো সেকারণেই শুভ্রা'র নারীজাত হরমোনক্রিয়া ও আবেগের বশে আড়ালে থেকেও সুমনকে বাঁচানো...প্রাক্তনের স্ত্রীকে আশ্রয় দেওয়া বা ভবিষ্যতে মেঘনার মেয়ের দায়িত্ব নেওয়া...সর্বোপরি প্রবল ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেও সুমনের অপত্যকে না মুছে ফেলে বরং একটা গভীর নিয়মে বেঁধে দেওয়া...আর সেগুলোই অসাধারণ দক্ষতায় পর্দায় তুলে ধরেছেন কৌশিকবাবু। বাস্তবে নিজের দাম্পত্যে যিনি অর্ধাঙ্গিনীকে 'পূর্ণাঙ্গিনী' বলেন তার দ্বারাই তো সম্ভব নারীর মনস্তাত্ত্বিক রূপের এতো সুন্দর উপস্থাপন।

চূর্ণী গাঙ্গুলি বাংলা সিনেমার অনন্য প্রতিভা। বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্য, অপার ব্যক্তিত্বের ছাপ তিনি রেখে দেন প্রতিবার। তাঁর অভিনয় নিয়ে কিছু বলা বাতুলতা।

কৌশিক সেন বরাবরই দক্ষ। জয়া এহেসান বুঝিয়েছেন মেঘনা অর্থাৎ রঞ্জনের মেঘ তিনিই হতে পারেন। বাকি সকল কলাকুশলী স্ব স্ব ভূমিকায় প্রশংসার দাবি রাখেন। সংলাপ এ ছবির মজবুত 'ভিত'। সবক'টি সংলাপ মনে ছাপ ফেলে যায়। পর্দার কাহিনীকে যথাযথ পরিপূর্ণ করেছে অনুপম রায়ের সুর এবং ইমন চট্টোপাধ্যায়, লগ্নজিতা চক্রবর্তী এবং অনুপমের কণ্ঠ।

শ্রদ্ধেয় কৌশিকবাবু জানতেন দর্শক মন বলবেই, "শেষ হয়ে হইল না শেষ", সেকারণেই পর্দায় 'অসমাপ্ত' কথাটি ফুটে ওঠায় বাঁধভাঙা আবেগ ও অধীর অপেক্ষা নিয়ে ফিরে আসা 'আজও অর্ধাঙ্গিনী'র উপলব্ধি।

রাজপথের চিৎকার
ইন্দ্রাণী বসাক

প্রতিবাদের সুর ওঠে যেখানে,
বাতাস ভারী ধোঁয়ায়,
যন্তর মন্তরের মাটিতে
আজ স্বপ্নরা পথ দেখায়।
মাইকের মুখে আছড়ে পড়ে
হাজার বুকের ক্ষোভ,
অনশন আর পোস্টার জুড়ে
নতুনের অঙ্গীকার-লোভ।
ন্যায্য দাবির মিছিলে
সেখানে দাঁড়িয়ে সাধারণ,
কারো চোখে জল,
কারো চোখে প্রতিজ্ঞার দহন।
রোদের তাপ বা টিয়ার গ্যাস
থামাতে পারে না মোটে,
স্লোগানের তোড়ে শাসকের ঘর
ভিত বুঝি না জোটে!
পোস্টারগুলো সাক্ষী থাকে
সহস্র কোটি ব্যথার,
ক্ষমতায় এলে সুর বদল
বিচার-বাণীর-কথার।
ন্যায় বিচারের খোঁজে
দাঁড়িয়ে শেষ সীমায়,
যন্তর মন্তর স্পষ্ট করে
লড়াই থামে না ডান্ডায়।

ভেঙে হলুদ ব্যারিকেড
অভ্রজিৎ কর

ব্যারিকেডের ওপারে দাঁড়িয়ে সশস্ত্র রক্ষী দল,
জলকামান আর টিয়ার গ্যাসে আসছে চোখে জল।
তবুও তো কেউ পিছোয়নি এক পা, ভাঙেনি আত্মবল,
দাবি না মিটলে সরবে না কেউ, লড়াইটা আজ প্রবল।
ক্ষুধার্ত পেটে অনশন লেখা, দাবির আগুনে সই,
শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া দিন গুনে যাই কই?
রাজার রাস্তা সাক্ষী আজ এক নতুন ইতিহাসের,
লড়াইটা স্রেফ পদের নয়, লড়াই ভবিষ্যতের।

নেস্টলে ইন্ডিয়ার বিক্রি বৃদ্ধি পেলো ২৫.৪%

কলকাতা: ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভালো ফল করলো নেস্টলে ইন্ডিয়া । এই সময়ে সংস্থার মোট বিক্রি ২৫.৪ শতাংশ বেড়ে ৬,৩৬৩.৩ কোটি টাকা হয়েছে। সব বড় পণ্যের বিভাগেই বিক্রি বাড়ায় এই প্রবৃদ্ধি এসেছে।

সংস্থার কর-পরবর্তী মুনাফা (PAT) ৪৭.৯ শতাংশ বেড়ে ৯৭৫.১ কোটি টাকা হয়েছে। পাশাপাশি ইবিআইটিডিএ মার্জিন ২৪.২ শতাংশ রয়েছে, যা সংস্থার কার্যকর ব্যবসা পরিচালনা এবং ব্র্যান্ডে ধারাবাহিক বিনিয়োগের প্রতিফলন।

নেস্টলে ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর মনীশ তিওয়ারী বলেন, গ্রাহকদের আস্থা, শক্তিশালী ব্যবসায়িক বাস্তবায়ন এবং বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে এই সাফল্য এসেছে। ভূ-রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও রপ্তানি ৩৫.৬ শতাংশ বেড়েছে। এছাড়া ব্র্যান্ড প্রচারে বিজ্ঞাপন খরচও ৪০ শতাংশের বেশি বাড়ানো হয়েছে।

সংস্থার কনফেকশনারি, পাউডার ও তরল পানীয়, প্রস্তুত খাবার ও কুকিং এইডস এবং দুধ ও পুষ্টি— এই চারটি প্রধান বিভাগেই দুই অঙ্কের প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ই-কমার্স, সংগঠিত খুচরো বাজার, গ্রামীণ বাজার এবং আউট-অফ-হোম ব্যবসাতেও ভালো বৃদ্ধি হয়েছে। কানাডা, ইউরোপ, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি (UAE), সৌদি আরব ও লেবাননে ম্যাগি ও নেসকাফে -এর নতুন পণ্য রপ্তানিও বেড়েছে।

এছাড়া নেসপ্রেসো-র নতুন রিটেল ফরম্যাট চালু করে এবং ফেলিক্স ও প্রো প্ল্যান ব্র্যান্ডের নতুন পোষ্য খাদ্য বাজারে এনে প্রিমিয়াম পোর্টফোলিও আরও শক্তিশালী করেছে নেস্টলে। পাঞ্জাবের মোগা কারখানাকে কেন্দ্র করে জলবায়ু-সহনশীল দুগ্ধচাষের মতো টেকসই উদ্যোগও চালিয়ে যাচ্ছে সংস্থা।

নেস্টলে জানিয়েছে, কলকাতা ও পূর্ব ভারতে আধুনিক খুচরো বাজার, কুইক কমার্স এবং প্রিমিয়াম কফির চাহিদা বাড়ছে। ম্যাগি ও নেসকাফে কিটক্যাট ও মিল্কমেইড -এর মতো পণ্যের জন্য কলকাতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। সংগঠিত খুচরো ব্যবসা ও ডিজিটাল বাণিজ্যের সম্প্রসারণ আগামী দিনে এই অঞ্চলে সংস্থার বৃদ্ধিতে আরও সহায়ক হবে।

শিলিগুড়িতে ট্যালি এমএসএমই অনার্স

শিলিগুড়ি: ট্যালি সলিউশন্স প্রাইভেট লিমিটেড শিলিগুড়িতে ট্যালি এমএসএমই অনার্স এর পূর্ব অঞ্চলের সংস্করণের পর্বের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে পূর্ব ভারতের ৪০টি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই)-কে উদ্ভাবন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মান জানানো হয়।

এটি এই উদ্যোগের ষষ্ঠ সংস্করণ। খুচরো ব্যবসা, উৎপাদন, পরিষেবা, প্রযুক্তি ও বাণিজ্য-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংস্থাগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ীদের মধ্যে ছিলেন শিলিগুড়ি, শিলচর, ডালটনগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, ধানবাদ, রানিগঞ্জ, কটক, কলকাতা, পাটনা ও রাঁচি-সহ বিভিন্ন শহরের উদ্যোক্তারা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুশন ট্রাস্ট-এর সিইও সুভ্রাংশু সান্যাল, ফিউশন সিএক্স-এর সিইও পঙ্কজ ধানুকা এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের বিনীত খেরা। তাঁরা এমএসএমই ক্ষেত্রের বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে মতামত তুলে ধরেন।

এছাড়া টিআইই পুনে-এর সুপ্রতিক ঘটক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই) নিয়ে একটি কর্মশালা পরিচালনা করেন, যেখানে ব্যবসার উৎপাদনশীলতা ও উন্নতিতে এ আই ব্যবহারের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। এই অনুষ্ঠানে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক ছিল ব্যাংকিং পার্টনার এবং সেলসফোর্স ছিল প্রযুক্তি সহযোগী।

আঞ্চলিক বিজয়ীদের মধ্যে শিলিগুড়ির ডালমিয়া টি প্যাকেজিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর কৃষ্ণন ডালমিয়া ‘ বিজনেস মায়েস্ট্রো’ পুরস্কার পান। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায় সাফল্য ও উৎকর্ষ বজায় রাখার জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়। ট্যালি জানিয়েছে, ২০২৬ সালের এই সংস্করণে ৫৮ শতাংশের বেশি মনোনয়ন এসেছে টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহর থেকে। প্রথমবারের মতো এআই-ভিত্তিক শর্টলিস্টিং চালু করা হয়েছে এবং উদ্যোক্তারা নিজেদের মাতৃভাষায় ভিডিওর মাধ্যমে আবেদন করার সুযোগ পেয়েছেন।

গত ছয়টি সংস্করণে এই উদ্যোগে ৮৫ হাজারের বেশি মনোনয়ন জমা পড়েছে। সাতটি দেশের ১,০০০-র বেশি এমএসএমই-কে সম্মান জানানো হয়েছে এবং অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলির ২০ শতাংশেরও বেশি নারী উদ্যোক্তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত।

শিলিগুড়িতে গ্যালাক্সি হেলথ ইনস্যুরেন্সের নতুন অফিস লঞ্চ

Galaxy HEALTH INSURANCE

শিলিগুড়ি: গ্যালাক্সি হেলথ ইনস্যুরেন্স পশ্চিমবঙ্গে তাদের দ্বিতীয় এরিয়া অফিস শিলিগুড়িতে চালু করেছে। এর মাধ্যমে উত্তরবঙ্গে সংস্থার কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, টিভিএস পরিবারের শ্রী ভেনু শ্রীনিবাসন এবং বীমা বিশেষজ্ঞ ভি. জগন্নাথনের পরিবার যৌথভাবে গ্যালাক্সি হেলথ ইনস্যুরেন্সকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিলিগুড়ির নতুন অফিস থেকে বীমা পরামর্শদাতা (অ্যাডভাইজর) নেটওয়ার্ক, হাসপাতালের সঙ্গে অংশীদারিত্ব এবং গ্রাহক পরিষেবা আরও জোরদার করা হবে।

সংস্থার মতে, শিলিগুড়ির কৌশলগত অবস্থান, উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং স্বাস্থ্যবিমার বাড়তে থাকা চাহিদা এই শহরকে তাদের সম্প্রসারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পরিণত করেছে। নতুন অফিসের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ক্যাশলেস হাসপাতাল নেটওয়ার্ক এবং গ্রাহক পরিষেবা আরও উন্নত হবে।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে ৫,০০০-এর বেশি বীমা পরামর্শদাতা যুক্ত করা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার নেটওয়ার্ক আরও বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে গ্যালাক্সি হেলথ ইনস্যুরেন্স।

সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও জি. শ্রীনিবাসন বলেন, আগামী দিনে ভারতের স্বাস্থ্যবিমা বাজারে প্রবৃদ্ধির বড় অংশ আসবে উদীয়মান শহর ও জেলা থেকে। শিলিগুড়ির নতুন অফিস গ্রাহক, পরামর্শদাতা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করবে।

২০২৪ সালে যাত্রা শুরু করা গ্যালাক্সি হেলথ ইনস্যুরেন্স বর্তমানে সারা দেশে ৭৫টি অফিস পরিচালনা করছে এবং ৯.৬১ লক্ষের বেশি মানুষকে স্বাস্থ্যবিমার আওতায় এনেছে। শিলিগুড়ির নতুন এরিয়া অফিসের উদ্বোধন করেন সংস্থার এমডি ও সিইও জি. শ্রীনিবাসন।

ওড়িশার তিন ক্রীড়াবিদ এখন কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ

কলকাতা: আগামী ২৩ জুলাই থেকে ২ অগাস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত হতে চলা কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন ‘ওড়িশা এএম/এনএস ইন্ডিয়া জিমন্যাস্টিক্স হাই-পারফরম্যান্স সেন্টার’-এর তিন ক্রীড়াবিদ। আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস বিভাগে মনোনীত মোট আটজন ক্রীড়াবিদের মধ্যে তিনজন তপন মহান্তি, তপেশ্বরনাথ দাস এবং অলিম্পিয়ান প্রণতি নায়ক এই সেন্টারের সদস্য।

পুরুষদের আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস বিভাগে ভারতীয় পুরুষ দলের অংশ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তপন মহন্তি ও তপেশ্বরনাথ দাস। অন্যদিকে, মহিলাদের আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস বিভাগে ভারতীয় মহিলা দলে স্থান পেয়েছেন অলিম্পিয়ান প্রণতি নায়ক।

এই অর্জন ক্রীড়াবিদদের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি ওড়িশা AM/NS GHPC-তে প্রদত্ত বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ এবং সার্বিক দূরদর্শী বিকাশের চিত্রকেই তুলে ধরে। তরুণ প্রতিভাদের লালন-পালন এবং ভারতে জিমন্যাস্টিকসের মান উন্নত করতে এই সেন্টারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এএম/এনএস ইন্ডিয়ার এইচআর ও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের ডিরেক্টর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী আশুতোষ তেলাং বলেন, “আমাদের ওড়িশা এএম/এনএস জিএইচপিসি থেকে তিনজন ক্রীড়াবিদ কমনওয়েলথ গেমসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের একটি মাইলফলক। তপন মহান্তি, তপেশ্বরনাথ দাস এবং অলিম্পিয়ান প্রণতি নায়ক আমাদের সেন্টারে গড়ে ওঠা শ্রেষ্ঠত্ব, শৃঙ্খলা ও সহনশীলতার অনন্য উদাহরণ। তাঁদের এই অর্জন আমাদের ওড়িশায় গড়ে তোলা বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ এবং সার্বিক উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাকেই প্রতিফলিত করে। এএম/এনএস ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার জন্য শুভকামনা জানাই।”

ওড়িশা এএম/এনএস জিএইচপিসি-র ক্রীড়াবিদরা ইতিমধ্যেই লিসবনে অনুষ্ঠিত ‘ইন্টারন্যাশনাল কন্টিনেন্টাল কাপ ২০২৬’, ‘আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫’, তুরস্কের আন্তালিয়া-তে অনুষ্ঠিত ‘FIG বিশ্বকাপ ২০২৫’ এবং ‘আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-২০২৬’-এর মতো একাধিক মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মঞ্চে সাফল্য অর্জন করে আসছেন, যা বিশ্বমঞ্চের জন্য এই সেন্টারের ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের প্রমাণ দেয়।

তরুণদের মধ্যে ফ্যাটি লিভার ও অ্যাসিড রিফ্লাক্স: এই বাড়বাড়ন্তের পেছনে কী কারণ?

ডাঃ আদি রাকেশ কুমার
যশোদা হাসপাতাল, হায়দ্রাবাদের কনসালট্যান্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট, থেরাপিউটিক এন্ডোস্কোপিস্ট ও এন্ডোসোনোলজিস্ট।

মার্কেট: শিলিগুড়ি

হায়দ্রাবাদের যশোদা হাসপাতালের কনসালট্যান্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট, থেরাপিউটিক এন্ডোস্কোপিস্ট ও এন্ডোসোনোলজিস্ট ডাঃ আদি রাকেশ কুমার বলেন, বর্তমানে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ফ্যাটি লিভার রোগ এবং গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ (জিই আরডি)-এর প্রকোপ ক্রমশ বাড়ছে। জীবনযাত্রার পরিবর্তন, পরিবেশগত প্রভাব এবং স্বাস্থ্যগত ধরণে পরিবর্তনের ফলে এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ (এনএএফ এলডি) ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সী মানুষের একটি বড় অংশকে প্রভাবিত করছে। অন্যদিকে, একসময় যা মূলত বয়স্কদের মধ্যে দেখা যেত, সেই অ্যাসিড রিফ্লাক্সের উপসর্গ এখন কম বয়সেই এবং আগের তুলনায় অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে।

এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো খাদ্যাভ্যাস। অতিরিক্ত পরিমাণে প্রসেসড খাবার, চিনি-যুক্ত পানীয় এবং উচ্চ ক্যালরিযুক্ত সুবিধাজনক (কনভিনিয়েন্স) খাবার খাওয়ার ফলে শরীরে ক্যালরির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লিভারে চর্বি জমতে শুরু করে। ফ্রুক্টোজ এবং পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট লিভারে চর্বি তৈরিকে উৎসাহিত করে এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বৃদ্ধি করে, যা এনএএফ এলডি-এর মূল কারণগুলির মধ্যে অন্যতম। একই ধরনের খাদ্যাভ্যাস—যেমন একসঙ্গে অতিরিক্ত খাবার খাওয়া, গভীর রাতে বারবার হালকা খাবার খাওয়া এবং অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত বা ঝাল খাবার খাওয়া—খাদ্যনালির নিচের অংশের স্ফিঙ্কটার (লোয়ার ইসোফেজিয়াল স্ফিংক্টর) শিথিল করে দেয় এবং পাকস্থলীর অ্যাসিডকে খাদ্যনালিতে উঠে আসতে সাহায্য করে। এর ফলেই অ্যাসিড রিফ্লাক্স বা জিইআরডি-এর সমস্যা দেখা দেয়।

ডাঃ আদি রাকেশ কুমার আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, অলস বা বসে থাকার জীবনযাপন (সেডেনটারি ব্যবহার) এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বর্তমানে অনেক তরুণ-তরুণী দীর্ঘ সময় ডেস্কে বসে কাজ করেন অথবা মোবাইল, কম্পিউটার ও অন্যান্য স্ক্রিনের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটান। এর ফলে দৈনন্দিন শারীরিক কার্যকলাপ কমে যায়, যা শরীরের ওজন, রক্তে শর্করার মাত্রা এবং চর্বির (লিপিড) বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শারীরিক কার্যকলাপ কম থাকলে পেটের ভেতরের অতিরিক্ত চর্বি (ভিসারাল ফ্যাট) দ্রুত বাড়তে থাকে, যা নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ (এনএএফ এলডি) এবং আরও গুরুতর অ্যাসিড রিফ্লাক্স (জিইআরডি)-এর লক্ষণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

শিলিগুড়িতে আমাদের কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও চিকিৎসা পরিষেবা পেতে এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে যোগাযোগ করুন: ০৮০৬৫৯০৬১১৪ /০৮০৬৫৯০৬১৭৯। অথবা অনলাইনে বুক করুন: HTTPS://WWW.YASHODAHOSPITALS.COM

এছাড়াও মানসিক চাপ, ঘুমের ব্যাঘাত এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যা এই রোগগুলির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ এবং পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব শরীরে কর্টিসল হরমোনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনগুলির স্বাভাবিক কার্যক্রমে পরিবর্তন আনে। এর ফলে পেটের চারপাশে অতিরিক্ত চর্বি জমে, শরীরের বিপাকক্রিয়ায় (মেটবলিসাম) সমস্যা দেখা দেয়। পাশাপাশি, নাইট শিফটে কাজ করা এবং অনিয়মিত সময়ে খাবার খাওয়া লিভারের স্বাস্থ্য এবং অ্যাসিড রিফ্লাক্স—দুটিকেই আরও খারাপ করে তোলে।

এছাড়া কিছু ওষুধের ব্যবহার এবং বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় পদার্থও এই সমস্যার জন্য দায়ী হতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক, ওপিওয়েড ও সেডেটিভ ওষুধের ব্যাপক ব্যবহার, এমনকি ঘন ঘন এনএস এআইডি জাতীয় ব্যথার ওষুধ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাওয়া অ্যান্টাসিড সেবন অন্ত্রের স্বাভাবিক চলাচল (গাট মোটালিটি) এবং অন্ত্রের উপকারী জীবাণুর ভারসাম্য (গাট মাইক্রোবায়োম ব্যালেন্স) নষ্ট করতে পারে। এই পরিবর্তনগুলো অ্যাসিড রিফ্লাক্স এবং লিভারের প্রদাহ—উভয়ের সঙ্গেই জড়িত। অন্যদিকে, যদিও কিছু মানুষের ক্ষেত্রে অ্যালকোহল সেবনের পরিমাণ তুলনামূলক কম, তবুও অ্যালকোহল সেবন করলে এই রোগগুলির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।

সবশেষে, রোগ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উন্নত রোগ নির্ণয় প্রযুক্তির কারণে এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি রোগ প্রাথমিক পর্যায়েই ধরা পড়ছে। নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা, লিভারের ইমেজিং পরীক্ষা (যেমন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি) এবং এন্ডোস্কোপির মতো পরীক্ষাগুলি এখন সহজলভ্য হওয়ায় চিকিৎসকেরা এমন অনেক রোগও শনাক্ত করতে পারছেন, যা আগে অজানাই থেকে যেত।

হায়দ্রাবাদের যশোদা হাসপাতালের কনসালট্যান্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট, থেরাপিউটিক এন্ডোস্কোপিস্ট ও এন্ডোসোনোলজিস্ট ডাঃ আদি রাকেশ কুমার প্রতি মাসে শিলিগুড়িতে আমাদের কেন্দ্রে এসে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে যোগাযোগ করুন:
০৮০৬৫৯০৬১১৪ / ০৮০৬৫৯০৬১৬৯
অথবা অনলাইনে বুক করুন: HTTPS://WWW.YASHODA-HOSPITALS.COM

প্রতিরোধের মূল চাবিকাঠি হলো স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন। এর মধ্যে রয়েছে সুষম ও কম প্রক্রিয়াজাত (মিনিমালি প্রসেসড) খাবার খাওয়া, নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করা, শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, পর্যাপ্ত ও ভালো ঘুম, মানসিক চাপ কমানো এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সতর্কতার সঙ্গে ওষুধ ব্যবহার করা।

তরুণ-তরুণীদের ক্ষেত্রে রোগটি প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা গেলে এবং সহজ কিছু জীবনযাত্রার পরিবর্তন ও চিকিৎসা শুরু করা হলে ফ্যাটি লিভার অনেক ক্ষেত্রেই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব এবং অ্যাসিড রিফ্লাক্স (জিইআরডি)-এর উপসর্গও অনেকটাই কমানো যায়। এর ফলে ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা এড়ানো সম্ভব হয় এবং জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়।

ডাঃ আদি রাকেশ কুমার প্রতি মাসে শিলিগুড়িতে আমাদের কেন্দ্রে এসে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে যোগাযোগ করুন:
০৮০৬৫৯০৬১১৪ / ০৮০৬৫৯০৬১৭৯
অথবা অনলাইনে বুক করুন: HTTPS://WWW.YASHODA-HOSPITALS.COM.

প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতায় আগে সুযোগ পাওয়াই নতুন স্টেটাস সিম্বল: কোটাক

কলকাতা: ভারতে ক্রমশ বেশি মানুষ প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতার জন্য খরচ করতে সক্ষম হচ্ছেন। তবে এখন শুধু অর্থ থাকাই নয়, কাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠান বা অভিজ্ঞতায় নিশ্চিতভাবে অংশ নেওয়ার সুযোগ-ই হয়ে উঠছে আসল বিশেষ সুবিধা বলে জানিয়েছে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক।

ব্যাঙ্কের মতে, বড় কনসার্ট, বিশেষ ডাইনিং ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। বিমানবন্দর লাউঞ্জ বা রিওয়ার্ড পয়েন্টের মতো প্রচলিত প্রিমিয়াম সুবিধার বদলে গ্রাহকরা এখন সামনের সারির কনসার্টের আসন, বিশেষ ডিনার ও আন্তর্জাতিক শিল্পীদের অনুষ্ঠানের মতো এক্সক্লুসিভ অভিজ্ঞতাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

কোটাকের দাবী, ২০২৫ সালে ভারতের লাইভ ইভেন্টস বাজারের আকার প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা হতে পারে। সম্প্রতি ঋষভরিখিরাম শর্মার ট্যুরে মুম্বই ও দিল্লির প্রি-সেল টিকিট ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় এবং ১০টি শহরে প্রায় এক লক্ষ দর্শক অংশ নেন।

ব্যাঙ্কের কোটাক সলিটেয়ার গ্রাহকরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রি-সেল টিকিট বুকিংয়ের বিশেষ সুবিধা পান। সাধারণত মোট টিকিটের ২০–৩০ শতাংশ প্রি-সেলের জন্য রাখা হলেও, সাম্প্রতিক কয়েকটি অনুষ্ঠানে তা ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের অ্যাফ্লুয়েন্ট অ্যান্ড স্যালারিড প্রপোজিশনের প্রধান জ্যোতি সমাজপতি বলেন, প্রিমিয়াম গ্রাহকদের কাছে এখন এক্সক্লুসিভ ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি সঠিক সময়ে নিশ্চিতভাবে সেই অভিজ্ঞতা পাওয়ার সুযোগও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে বাইকিং সংস্কৃতিকে উৎসাহ দিতে থামস আপের ‘থান্ডারহুইলস’

কলকাতা: কোকা-কোলা ইন্ডিয়ার জনপ্রিয় পানীয় ব্র্যান্ড থামস আপ তাদের বাইকিং প্ল্যাটফর্ম ‘থান্ডারহুইলস®’-এর তৃতীয় সংস্করণ চালু করেছে। এই প্রচার অভিযানের মুখ হিসেবে রয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার জসপ্রীত বুমরাহ। দেশের তরুণদের মধ্যে বাইকিংয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়ানো এবং বাইকিং কমিউনিটিকে আরও শক্তিশালী করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

২১ জুলাই ঘোষণা হওয়া এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বুমরাহকে নিয়ে একটি নতুন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বাইকিংয়ের রোমাঞ্চ ও অ্যাডভেঞ্চারের বার্তা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া, বিশেষ চিহ্নিত থামস আপ বোতল বা ক্যানের QR কোড স্ক্যান করে গ্রাহকরা থান্ডারহুইলস-এর বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন। থাকবে লাকি ড্র, যেখানে জেতার সুযোগ থাকবে বিশেষ বাইকিং উপহার এবং থান্ডারহুইলস মোটরসাইকেল।

কোকা-কোলা ইন্ডিয়া ও সাউথ-ওয়েস্ট এশিয়ার স্পার্কলিং ফ্লেভার্স বিভাগের প্রধান সুমেলি চ্যাটার্জি বলেন, থমস আপ বরাবরই সাহস, রোমাঞ্চ ও নতুন অভিজ্ঞতার প্রতীক। থান্ডারহুইলস ৩.০-এর মাধ্যমে আরও বেশি তরুণকে বাইকিংয়ের সঙ্গে যুক্ত করা এবং বাইকিং কমিউনিটিকে আরও সমৃদ্ধ করাই তাদের লক্ষ্য।

রাজ্যে ১৬তম শোরুম খুললো ফেনেস্তা

কলকাতা: কলকাতায় সংস্থার অষ্টম শোরুম উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা আরও সম্প্রসারণ করলো ভারতের অন্যতম শীর্ষ জানালা ও দরজার ব্র্যান্ড ফেনেস্তা। এর ফলে রাজ্যে ফেনেস্তার মোট শোরুমের সংখ্যা বেড়ে ১৬-তে পৌঁছেছে।

নতুন শোরুমটি প্লাইউড হাউস -এর পরিচালনায় ১৯১/৩, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রোডে অবস্থিত। আবাসন ও বাণিজ্যিক প্রকল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে গ্রাহকদের উন্নতমানের জানালা ও দরজার সমাধান সহজে পৌঁছে দেওয়াই এই শোরুমের লক্ষ্য।

এই শোরুমে ফেনেস্তার ইউপিভিসি ও অ্যালুমিনিয়ামের জানালা-দরজা, সলিড প্যানেল ডোর এবং ফ্যাসাড সলিউশন-এর সম্পূর্ণ সংগ্রহ রয়েছে।

এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে বাড়ির মালিক, স্থপতি, ইন্টিরিয়র ডিজাইনার, নির্মাতা ও ঠিকাদাররা আধুনিক নকশার সঙ্গে মানানসই পণ্য সরাসরি দেখে বেছে নিতে পারেন।

ফেনেস্তার বিজনেস হেড সাকেত জৈন বলেন, কলকাতায় নকশা, গুণমান ও দীর্ঘস্থায়িত্বসম্পন্ন প্রিমিয়াম বিল্ডিং সলিউশনের চাহিদা বাড়ছে। প্লাইউড হাউস-এর সঙ্গে এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বাজারে সংস্থার উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হবে এবং উন্নত পণ্য আরও বেশি গ্রাহকের কাছে পৌঁছাবে।

বর্তমানে ফেনেস্তার সারা দেশে ৪০০-র বেশি ডিলারের নেটওয়ার্ক রয়েছে। এছাড়াও নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, ঘানা ও কেনিয়া-তেও সংস্থার উপস্থিতি রয়েছে। সংস্থার দাবী, কলকাতায় নতুন শোরুম চালুর মাধ্যমে পূর্ব ভারতে তাদের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে।

আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়ালের ব্যবসায় রেকর্ড প্রবৃদ্ধি

শিলিগুড়ি: চলতি বছরের জুন মাসে শেষ হওয়া কোয়ার্টারে আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের নিট মুনাফা YOY ভিত্তিতে ২৭.৮% বৃদ্ধি পেয়ে □ ৩৮৬ কোটিতে পৌঁছেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, Q1-FY2027 -এ কোম্পানির টার্ম প্ল্যান (রিটেইল প্রোটেকশন) ব্যবসা বার্ষিক ভিত্তিতে ৬০.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে ‘আইসিআইসিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড’ রাখার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে পরিচালনা পর্ষদ। কোম্পানির এমডি ও সিইও মি. অনুপ বাগচি বলেন, “গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের কৌশলের মূল ভিত্তি। ২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে আমাদের ৯৯.৩% ক্লেম সেটেলমেন্ট রেশিও এবং অ-তদন্তমূলক দাবির ক্ষেত্রে মাত্র ১ দিনের গড় টার্নঅ্যারাউন্ড টাইম, গ্রাহকদের প্রয়োজনের সময়ে পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিরই প্রমাণ। এই কোয়ার্টারে আমরা □ ১,৩০৬ কোটির ডেথ ক্লেইম নিষ্পত্তি করেছি এবং পলিসিহোল্ডারদের সময়মতো আর্থিক সুরক্ষা ও মানসিক শান্তি দিতে □ ৩,৩৬০ কোটি ম্যাচুরিটি ও সারভাইভাল বেনিফিট হিসেবে দিচ্ছি। তাছাড়া, ২০২৬ অর্থবর্ষে আমরা □ ৫,১৪৯ কোটির ডেথ ক্লেইম নিষ্পত্তি করেছি এবং □ ১৫,৩৬৩ কোটি ম্যাচুরিটি ও সারভাইভাল বেনিফিট হিসেবে দিয়েছি।”

তিনি আরও যোগ করেন, “২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে কর-পরবর্তী মুনাফা ২৭.৮% বেড়ে □ ৩৮৬ কোটি হয়েছে। বিশেষ করে, রিটেইল প্রোটেকশন ব্যবসায় বার্ষিক ৬০.৪% প্রবৃদ্ধি ভারতের সুরক্ষার চাহিদা পূরণে আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

দক্ষতা বৃদ্ধি ও গ্রাহক অভিজ্ঞতা উন্নত করতে আমরা প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডিজিটাল সক্ষমতার ব্যবহার অব্যাহত রাখব। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই ত্রৈমাসিকে আমাদের সেভিংস কস্ট-টু-প্রিমিয়াম রেশিও ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমে ১৩.৬% হয়েছে, যা আমাদের উদ্ভাবনে বিনিয়োগ ও ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

আইসিআইসিআই ফ্র্যাঞ্চাইজির শক্তি ও আস্থার প্রতীক হিসেবে কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে ‘আইসিআইসিআই লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড’ করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে, যা প্রয়োজনীয় অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

কার্গিল স্মরণে শৌর্য যাত্রা

কলকাতা: কার্গিল বিজয় দিবস ২০২৬ উপলক্ষে মঙ্গলবার নয়াদিল্লীর ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল থেকে ১৩ দিনের 'শৌর্য বিজয় যাত্রা'-র সূচনা করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। 'ওয়ান রাইড, ওয়ান নেশন, ওয়ান স্যালুট' স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত এই ১,৯০০ কিলোমিটারের যাত্রায় অংশ নিয়েছেন ২৮ জন রাইডার। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা কর্মী এবং কার্গিল যুদ্ধের শহিদদের পরিবারের সদস্যরা। জাওয়া ও ইয়েজদি মোটরসাইকেলে চেপে তাঁরা লাদাখের দ্রাসে অবস্থিত কার্গিল ওয়ার মেমোরিয়ালের উদ্দেশে রওনা হন। ২৬শে জুলাই চণ্ডীমন্দির, রেজাং লা ও লেহ ওয়ার মেমোরিয়াল হয়ে এই যাত্রার সমাপ্তি হবে।

এই অভিযানে ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালের পবিত্র মাটি কার্গিলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা দেশের বিভিন্ন প্রজন্মের যুদ্ধবীরদের আত্মত্যাগের প্রতীক। যাত্রাপথে বীর নারীদেরও সংবর্ধনা জানানো হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল এন. এস. রাজা সুব্রহ্মণি, সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরাজ শেঠ, শীর্ষ সামরিক আধিকারিক, প্রাক্তন সেনাকর্মী এবং এনসিসি ক্যাডেটরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে দেশের বিজয় নিশ্চিত করা বীর সেনাদের শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি তিনি পরমবীর চক্রপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা, লেফটেন্যান্ট মনোজ কুমার পান্ডে, সুবেদার মেজর (সম্মানীয় ক্যাপ্টেন) যোগেন্দ্র সিং যাদব (অবসরপ্রাপ্ত) এবং সুবেদার মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) সঞ্জয় কুমারের (অবসরপ্রাপ্ত) আত্মত্যাগের কথাও স্মরণ করেন।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে জাওয়া ইয়েজদি মোটরসাইকেলস'শৌর্য বিজয় যাত্রা' শুরু করে, যার লক্ষ্য মোটরসাইকেলপ্রেমীদের দেশের সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্বগাথার সঙ্গে যুক্ত করা। এ বছরের যাত্রায় ব্যবহার করা হচ্ছে জাওয়া350,42,42 এফজে, ইয়েজদি অ্যাডভেঞ্চার ও স্ক্র্যাম্বলার মোটরসাইকেল। ক্লাসিক লেজেন্ডস-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা অনুপম থারেজা জানান, এই উদ্যোগের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সাহস, শৃঙ্খলা, দৃঢ় সংকল্প এবং নিঃস্বার্থ সেবার মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি দেশের বীর সেনানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোই তাঁদের লক্ষ্য।

মোটোরোলার নতুন এ আই ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন লঞ্চ

শিলিগুড়ি: MOTOROLA ভারতের প্রিমিয়াম স্মার্টফোন বাজারে নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করতে নিয়ে এলো নতুন ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন MOTOROLA EDGE 70 MAX। শক্তিশালী পারফরম্যান্স, উন্নত AI ফিচার এবং প্রিমিয়াম ডিজাইনের এই ফোনটি ২০ শে জুলাই থেকে ফ্লিপকার্ট, MOTOROLA.IN এবং দেশের বিভিন্ন রিটেল স্টোরে পাওয়া যাবে। এর কার্যকরী প্রারম্ভিক দাম ৪৯,৯৯৯ টাকা। এছাড়া ১৮ মাস পর্যন্ত নো-কস্ট ইএমআই-র সুবিধাও থাকবে।

ফোনটিতে রয়েছে কোয়ালকম SNAPDRAGON 8 GEN 5 প্রসেসর, ১২ জিবি পর্যন্ত LPDDR5X RAM, ২৫৬ জিবি স্টোরেজ এবং ৫,৫০০ বর্গমিমি ভেপার চেম্বার কুলিং সিস্টেম। EDGE 70 MAX-এ রয়েছে ৬.৮ ইঞ্চির QUAD HD+ (2K) LTPO AMOLED ডিসপ্লে, যা ৭,০০০ নিটস পর্যন্ত ব্রাইটনেস এবং 188HZ রিফ্রেশ রেট সমর্থন করে। ফোনটিতে ৭,১০০MAH সিলিকন-কার্বন ব্যাটারি রয়েছে, যা ৯০W TURBOPOWER ফাস্ট চার্জিং এবং ২৫W QI2.2 ম্যাগনেটিক ওয়্যারলেস চার্জিং সমর্থন করে।

ফটোগ্রাফির জন্য রয়েছে ৫০ মেগাপিক্সেলের SONY LYTIA 710 AI ক্যামেরা। এছাড়া অ্যান্ড্রয়েড™ 16, হ্যালো UX, MOTOROLA QIRAএআই-প্ল্যাটফর্ম, থিঙ্কশিল্ড সিকিউরিটি, কর্নিং গরিলা গ্লাস 7I, MIL-STD-810H সার্টিফিকেশন, IP68/IP69 রেটিং এবং ম্যাট গ্লাস ফিনিশের সঙ্গে এয়ারক্রাফ্ট-গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম দেওয়া হয়েছে। প্যানটোন™ অ্যাকুয়া গ্রে, প্যানটোন™ ডার্ক শ্যাডো, এবং প্যানটোন™ আইস মেল্ট রঙে উপলব্ধ, এই স্মার্টফোনটি প্যানটোন কালার ইনস্টিটিউট™-এর সহযোগিতায় ডিজাইন করা হয়েছে।

মোটোরোলা ইন্ডিয়া-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর টি. এম. নারাসিমহন বলেন, EDGE 70 MAX-এ পারফরম্যান্স, এ আই, ডিসপ্লে, ব্যাটারি ও ডিজাইনের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি একসঙ্গে আনা হয়েছে। পাশাপাশি MOTOROLA QIRA-র মাধ্যমে MOTOROLA স্মার্টফোন, LENOVO PC এবং ট্যাবলেটের মধ্যে একটি সহজ ও সমন্বিত এআই ইকোসিস্টেম গড়ে তোলাই সংস্থার লক্ষ্য।

২০২৫ সালে দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া হুইস্কি ব্র্যান্ড রয়্যাল স্ট্যাগ

কলকাতা: পারনড রিকার্ড ইন্ডিয়ার জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'রয়্যাল স্ট্যাগ' ২০২৫ ক্যালেন্ডার বর্ষে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া হুইস্কি ব্র্যান্ডের খেতাব অর্জন করেছে। সাম্প্রতিক 'আইডব্লিউএসআর ২০২৫' ক্রমতালিকা অনুযায়ী, ২০২৫ সালে রয়্যাল স্ট্যাগের বার্ষিক বিক্রির পরিমাণ ছিল ৩২.৬ মিলিয়ন কেস। পারনড রিকার্ড ইন্ডিয়ার সিইও জঁ তুবুল বলেন, "আইডব্লিউএসআর তালিকায় রয়্যাল স্ট্যাগের বিশ্বসেরা হওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের। এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে তিন দশক ধরে গ্রাহকদের গভীর আস্থা। রয়্যাল স্ট্যাগ প্রমাণ করেছে যে, সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত থেকে ও মানোন্নয়ন করে গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী বদলে যাওয়া ব্র্যান্ডগুলো শুধু প্রাসঙ্গিকই থাকে না, একদিন বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়।"

১৯৯৫ সালে রয়্যাল স্ট্যাগ ভারতীয় গ্রাহকদের প্রথম খাঁটি 'গ্রেন হুইস্কি'র স্বাদ দিয়ে এক নতুন যুগের সূচনা করে। "নো আর্টিফিসিয়াল ফ্লেভার্স" ক্যাম্পেইন ও ট্যাম্পার-প্রুফ বোতলের মতো উদ্ভাবনের ওপর ভর করে ব্র্যান্ডটি দ্রুতই ১০ মিলিয়ন কেস বিক্রির মাইলফলক স্পর্শ করে। পরবর্তী দশকে (২০১১-২০২০) মান উন্নয়ন ও প্রিমিয়াম 'ব্যারেল সিলেক্ট' বাজারে এনে বিক্রির পরিমাণ ১৮.৫ মিলিয়ন কেস পার করে ব্র্যান্ডটি ভারতের বাজারে নিজের শীর্ষস্থান মজবুত করে। এরপর ২০২১ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ৩৩টি দেশে পরিধি বিস্তার, 'মার্ক অব পিউরিটি'র অধীনে ট্রিপল-ব্যারেল ম্যাচুরেশন এবং নতুন স্বাদের 'ডাবল ডার্ক' নিয়ে এসে এটি বিশ্বের বৃহত্তম হুইস্কি ব্র্যান্ডে পরিণত হয়।

এই অসামান্য সাফল্য নিয়ে চিফ মার্কেটিং অফিসার দেবশ্রী দাশগুপ্ত বলেন যে, কোনও আইকনিক ব্র্যান্ড কেবল এসি রুমে তৈরি হয় না, তা তৈরি হয় মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে। রয়্যাল স্ট্যাগের এই সাফল্য শুধু বিক্রির সংখ্যা নয়, বরং তিন দশক ধরে মানুষের জীবনের অংশ হয়ে থাকার ফল। ক্রিকেট, মিউজিক ও যুব সংস্কৃতির মেলবন্ধনে তৈরি 'রয়্যাল স্ট্যাগ বুমবক্স' এবং আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপের মতো বড় অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গ্রাহকের মনস্তত্ত্ব বুঝে প্রতিনিয়ত নতুনত্ব আনাই ব্র্যান্ডটির এই ধারাবাহিক সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

রায়গঞ্জে অষ্টম শোরুম উদ্বোধনে 'লাক্সারি লিভিং'

রায়গঞ্জ: লাক্সারি লিভিং সাশ্রয়ী মূল্যে প্রিমিয়াম, স্টাইলিশ ও দীর্ঘস্থায়ী ফার্নিচার পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে রায়গঞ্জে তাদের নতুন শোরুম উদ্বোধন করেছে। এখন বারুইপুর, পাটুলি, বেহালা, চিনার পার্ক, দুর্গাপুর, শ্রীরামপুর, কাঁচরাপাড়া এবং রায়গঞ্জ সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ব্র্যান্ডটির এখনমোট আটটি শোরুম রয়েছে।প্রায় ১০,০০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত রায়গঞ্জেরএই নতুন শোরুমটির উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং সোহিনী গুহ রায়, যা এই অনুষ্ঠানে গ্ল্যামার ও তারকাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি যোগ করে। এই অনুষ্ঠানে লাক্সারি লিভিং-এর ডিরেক্টর মিস তুষি রায় ও মিস অনিন্দিতা সেনগুপ্ত এবং ম্যানেজার শ্রী সম্রাট রায় উপস্থিত ছিলেন।

"লাক্সারি লিভিং প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল প্রতিটি পরিবারের নাগালের মধ্যে প্রিমিয়াম-কোয়ালিটি, স্টাইলিশ এবং দীর্ঘস্থায়ী ফার্নিচার পৌঁছে দেওয়ার মিশন নিয়ে। আমাদের রায়গঞ্জ শোরুমের উদ্বোধন গুণমান, সাশ্রয়ী মূল্য এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমাদেরবিস্তার অব্যাহত রাখার পাশাপাশি এই অঞ্চলের গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য তৈরিহয়েছেি," একথাবলেছেন লাক্সারি লিভিং-এর ডিরেক্টর মিস অনিন্দিতা সেনগুপ্ত।

এই ওয়ান-স্টপ শোরুমটিতে বেডরুম, সোফা সেট, ডাইনিং এবং অফিসের বিভিন্ন ফার্নিচারের বিস্তৃত সম্ভার রয়েছে, যার মূল্য ₹১০,০০০ থেকে ₹২.৫ লাখ টাকার মধ্যে। গ্রাহকদের সুবিধার জন্য এখানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ডেলিভারি, সহজ অল-ইন্ডিয়া ফাইন্যান্স সুবিধা এবং ৫ বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতিটি কেনাকাটায় এলইডি টিভি, এসি বা স্মার্টওয়াচের মতো উপহারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা পূর্ব ভারতে ফার্নিচার ব্র্যান্ড হিসেবে লাক্সারি লিভিং-এর অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করেছে।

NEET ২০২৬-এ শিক্ষার্থীদের অসামান্য সাফল্য উদযাপনে 'ফিজিক্সওয়ালা'

বর্ধমান: শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফিজিক্সওয়ালা তাদের 'NEET ২০২৬'-এর ফলাফল ঘোষণা করেছে, যেখানে একাধিক শিক্ষার্থী ALL INDIA RANK-এ শীর্ষস্থান অর্জন করেছে।

সফল শিক্ষার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন রবিকান্ত দিবাকর (AIR ৫৫), শিবাংশ আনন্দ (AIR ১৫২), দিব্যাংশ জয়সওয়াল (AIR ১৭৩) এবং সাক্ষী কুমারী (AIR ১৯২)। শিক্ষার্থীদের এই অনন্য অর্জন মূলত ফিজিক্সওয়ালার ভার্সেটাইল লার্নিং ইকোসিস্টেমেরই প্রমাণ। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব পছন্দ ও শেখার পদ্ধতি অনুযায়ী অনলাইন কোর্স অথবা অফলাইন টেক-এনাবলড 'পিডব্লিউ বিদ্যাপীঠ' সেন্টারের মাধ্যমে এই চমৎকার ফলাফল অর্জন করেছেন।

এছাড়াও, বর্ধমানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের এই দারুণ সাফল্যকে উদযাপন করা হয়। বর্ধমান শহরে ফিজিক্সওয়ালার সফল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুফি আরিফুদ্দিন (AIR ৬২৫১) এবং সাহিদ মোহাম্মদ মল্লিক (AIR ৬৭০৩) অন্যতম। রবিকান্ত দিবাকরের কথায়, "ফিজিক্সওয়ালার শিক্ষকেরা প্রতিটি বিষয় এত সহজ করে বুঝিয়েছিলেন যে আমাকে সূত্র মুখস্থ করতে হয়নি। আর কঠিন সমস্যার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ভিডিও সমাধান আমার অনেক সময় বাঁচিয়েছে।" শিবাংশ আনন্দ বলেছেন, "প্রতিদিনের প্র্যাকটিস পেপার ও নিয়মিত পরীক্ষা দেওয়ার অভ্যাসের কারণে আমি আসল পরীক্ষায় কোনও ভয় ছাড়াই সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি।"

ফিজিক্সওয়ালার প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও অলখ পাণ্ডে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, "কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যারা সফল হয়েছেন, তাদের সবাইকে অভিনন্দন। আর যারা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেননি, তারা হতাশ হবে না। এই পরীক্ষাটি কেবল একটি মাইলফলক মাত্র, এটি কখনই আপনাদের ভবিষ্যৎ বা মেধার চূড়ান্ত পরিমাপক নয়। আপনাদের সম্ভাবনা অসীম।"

ফিজিক্সওয়ালার মূল লক্ষ্য হলো সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত শিক্ষা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া। প্ল্যাটফর্মটিতে প্রতিদিনের প্র্যাকটিস প্রশ্ন, ভিডিও সমাধান সহ মক টেস্ট, ২৪X৭ ডাউট ক্লিয়ারিং এবং এআই-চালিত রিভিশনের মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, যা দেশের যেকোনও প্রান্তের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় এগিয়ে রাখে। উল্লেখ্য, এই বছর NEET ইউজি ২০২৬ পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রায় ২০ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১১.২১ লক্ষ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

বাজারে নতুন ক্লাসিক ৩৫০ আনল রয়্যাল এনফিল্ড

মুম্বাই: রয়্যাল এনফিল্ড বাজারে নিয়ে এলো তাদের জনপ্রিয় ক্লাসিক ৩৫০-এর ২০২৬ সংস্করণ। নতুন মডেলে চালকের আরাম ও সুবিধা বাড়াতে একাধিক আধুনিক ফিচার যুক্ত করা হয়েছে।

সব ডুয়াল-চ্যানেল ভ্যারিয়েন্টে এবার রয়েছে অ্যাসিস্ট অ্যান্ড স্লিপার ক্লাচ, যা ক্লাচ পরিচালনা সহজ করে এবং গিয়ার পরিবর্তনকে আরও মসৃণ করে তোলে। ফলে শহরের রাস্তায় চলাচল কিংবা দীর্ঘ সফর—দুই ক্ষেত্রেই রাইডিং হবে আরও আরামদায়ক।

এছাড়াও নতুন ক্লাসিক ৩৫০-এ যোগ হয়েছে USB TYPE-C ফাস্ট চার্জিং পোর্ট, যার মাধ্যমে চলার পথে সহজেই মোবাইল বা অন্যান্য ডিভাইস চার্জ করা যাবে। মোটরসাইকেলটিতে আগের মতোই রয়েছে ৩৪৯ সিসি J-সিরিজ ইঞ্জিন, যা ভালো টর্ক, মসৃণ পারফরম্যান্স এবং আরামদায়ক রাইডিং অভিজ্ঞতা প্রদান করে। তবে নতুন ফিচার যুক্ত হলেও ক্লাসিক ৩৫০-এর ঐতিহ্যবাহী ডিজাইনে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি বলে জানিয়েছে রয়্যাল এনফিল্ড।

নতুন ২০২৬ ক্লাসিক ৩৫০বৃহস্পতিবার থেকে দেশের সব অনুমোদিত রয়্যাল এনফিল্ড শোরুমে ৯টি রঙে পাওয়া যাচ্ছে। এক্স-শোরুম দাম শুরু ১,৮৭,৪৩৪।

শিক্ষার্থীদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সঙ্গে NEET ২০২৬-এর সাফল্য উদযাপনে ফিজিক্সওয়ালা

দুর্গাপুর: শিক্ষা প্রযুক্তি সংস্থা ফিজিক্সওয়ালা NEET (ইউজি) ২০২৬ পরীক্ষায় তাদের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বপূর্ণ পারফরম্যান্সের কথা ঘোষণা করেছে, যেখানে বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থী শীর্ষ ALL INDIA RANK অর্জন করেছে এবং মেডিকেল প্রবেশিকা কোচিংয়ে হাইব্রিড লার্নিং মডেলের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

সর্বোচ্চ স্কোরারদের মধ্যে ছিলেন রবিকান্ত দিবাকর (AIR ৫৫), শিবাংশ আনন্দ (AIR ১৫২), দিব্যাংশ জয়সওয়াল (AIR ১৭৩) এবং সাক্ষী কুমারী (AIR ১৯২)। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, শিক্ষার্থীরা তাদের অনলাইন কোর্স এবং প্রযুক্তি-চালিত 'পিডব্লিউ বিদ্যাপীঠ' কেন্দ্র, উভয় মাধ্যমেই পড়াশোনা করে এই ফলাফল অর্জন করেছে, যা বিভিন্ন ধরনের লার্নিং টুল দিয়ে পড়াশোনা করার প্রতিফলন। দুর্গাপুরে, স্থানীয় কৃতিদের সাফল্য উদযাপন করতে পিডব্লিউ একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, যার মধ্যে আয়ুষ বার্নওয়াল (AIR ২০৭৫) এবং ইরতেজা সুলতান (AIR ৫০১৩) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শিক্ষার্থীরা তাদের এই সাফল্যের পেছনে নিয়মিত মক টেস্ট, কনসেপ্ট-ভিত্তিক শিক্ষাদান, ভিডিও সমাধান এবং সময়মতো ডাউট রেজোলিউশনের সহযোগিতাকে কৃতিত্ব দিয়েছেন।

পরীক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে ফিজিক্সওয়ালা-র প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও অলখ পাণ্ডে বলেন যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর পরিশ্রমই স্বীকৃতির দাবিদার। এর পাশাপাশি তিনি আরও যোগ করেন, যারা তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারেনি তাদের এই পরীক্ষাকে একটি দীর্ঘ যাত্রার কেবল একটি মাইলফলক হিসেবে দেখা উচিত।

সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, তাদের NEET প্রস্তুতির ইকোসিস্টেমটি সাশ্রয়ী কোচিংয়ের সঙ্গে দৈনিক অনুশীলন, এআই দিয়ে বানানো পার্সোনালাইজড রিভিশন, ভিডিও সলিউশন সহ মক টেস্ট এবং ২৪ ঘণ্টাই ডাউট সাপোর্টের মতো প্রযুক্তি-চালিত বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয় ঘটায়।

NEET-এ কৃতী ফিজিক্সওয়ালার ছাত্রছাত্রীরা

মুর্শিদাবাদ: শিক্ষা প্রযুক্তি সংস্থা ফিজিক্সওয়ালাহ (PW) জানিয়েছে, NEET (UG) ২০২৬ পরীক্ষায় তাদের একাধিক পড়ুয়া সারা দেশে (AIR) শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রবিকান্ত দিবাকর (AIR 55), শিবাংশ আনন্দ (AIR 152), দিব্যাংশ জয়সওয়াল (AIR 173) এবং সাক্ষী কুমারী (AIR 192)। সংস্থার দাবি, এই সাফল্য এসেছে তাদের অনলাইন কোর্স, প্রযুক্তিনির্ভর PW বিদ্যাপীঠ এবং PW পাঠশালা কেন্দ্রের মাধ্যমে পড়াশোনার ফলে।

এই সাফল্য উদযাপন করতে মুর্শিদাবাদে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে জেলার কৃতী ছাত্র সুদীপ্ত মণ্ডল (AIR 800)-কে বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়। PW-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও আলখ পাণ্ডে সকল সফল পরীক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ই সাফল্যের চাবিকাঠি। যাঁরা এবার প্রত্যাশিত ফল পাননি, তাঁদেরও হাল না ছেড়ে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। সংস্থার মতে, তাদের প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিদিনের অনুশীলনী, ভিডিও সমাধানসহ মক টেস্ট, ২৪ ঘণ্টা ডাউট সলভিং এবং AI-ভিত্তিক ব্যক্তিগত রিভিশন সুবিধা পড়ুয়াদের ভালো ফল করতে সাহায্য করেছে। এ বছর প্রায় ২০ লক্ষ পরীক্ষার্থী NEET (UG) ২০২৬-এ অংশ নেন।

তাঁদের মধ্যে প্রায় ১১.২১ লক্ষ পরীক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে স্নাতক স্তরের ভর্তির জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এদিকে, এই সাফল্যের ফলে মুর্শিদাবাদে NEET কোচিংয়ের প্রতি আগ্রহ আরও বাড়ছে। শিক্ষা মহলের মতে, স্থানীয় পড়ুয়াদের এই ভালো ফল আগামী দিনে আরও বেশি ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবককে প্রযুক্তিনির্ভর ও হাইব্রিড কোচিংয়ের দিকে আকৃষ্ট করবে।

স্কোডা অটো নিয়ে এলো মন্টে কার্লো রেঞ্জে দুটি নতুন ডুয়াল টোন রঙ

শিলিগুড়ি: স্কোডা অটো ইন্ডিয়া তাদের স্লাভিয়া মন্টে কার্লো রেঞ্জে 'শিমলা গ্রিন' এবং 'স্টিল গ্রে' এই দুটি নতুন এবং এক্সক্লুসিভ ডুয়াল-টোন রঙের বিকল্প যুক্ত করেছে। ব্র্যান্ডের বিখ্যাত রিলে মন্টে কার্লো ঐতিহ্য ও ডায়নামিক ডিজাইনের সমন্বয়ে তৈরি এই বিশেষ সীমিত সংস্করণের মাত্র ২০০টি ইউনিট বাজারে আনা হয়েছে, যা এক অনন্য মালিকানার অনুভূতি দেবে। স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর আশীষ গুপ্ত জানান, স্লাভিয়া মন্টে কার্লো গ্রাহকদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পেয়েছে এবং এই নতুন রঙের সংযোজন মডেলটির প্রিমিয়াম ও স্পোর্টি রূপকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে।

নতুন রঙের পাশাপাশি এই গাড়িতে রয়েছে ব্ল্যাক-আউট এক্সটেরিয়র, লাল-কালো প্রিমিয়াম ইন্টেরিয়র এবং অত্যাধুনিক ক্যাবিন। এটি ১.০-লিটার টিএসআই (১-লিটার ৩-সিলিন্ডার, ১১৫ পিএস) ৬-স্পিড অটোমেটিক এবং ১.৫-লিটার টিএসআই (১.৫-লিটার ৪-সিলিন্ডার, ১৫০ পিএস) ৭-স্পিড ডিএসজি (DSG) ইঞ্জিনের বিকল্পে পাওয়া যাচ্ছে। ১.৫-লিটার টিএসআই ইঞ্জিনে রয়েছে বিশেষ 'অ্যাক্টিভ সিলিন্ডার প্রযুক্তি' (ACT), যা জ্বালানি সাশ্রয়ে অত্যন্ত কার্যকরী।

মোটরস্পোর্টসের জগতে স্কোডার এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে এবং ১৯১২ সাল থেকে মন্টে কার্লো রিলের সঙ্গে তাদের সংযোগকে সম্মান জানাতেই এই বিশেষ ট্রিমটি তৈরি করা হয়। সম্প্রতি কোয়েম্বাটোরের কোঅ্যাস্ট ট্র্যাকে স্লাভিয়া মন্টে কার্লো, কুশাক মন্টে কার্লো, কাইলাক, কোডিয়াক এবং অক্টাভিয়া আরএস, স্কোডার এই পাঁচটি গাড়ি যৌথভাবে মাত্র ১২:৩০.৯৭ মিনিটে ল্যাপ সম্পূর্ণ করে ইন্ডিয়া ও এশিয়া বুক অব রেকর্ডসে 'দ্রুততম মাল্টি-কার রিলে'-র নতুন নজির গড়েছে। এর মাধ্যমেই সংস্থাটি তাদের 'GREATEST ON A TRACK IS A ŠKODA ON A TRACK' ক্যাম্পেইনের সূচনা করেছে।

ডিসিজিআই-অনুমোদিত প্রথম ডেঙ্গু টিকা নিয়ে ভারতের বাজারে এলো তাকেদা

শিলিগুড়ি: ডিজিজিআই তথা ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া 'কিউডেঙ্গা' (QDENGA / TAK-003)-কে বাজারজাতকরণের অনুমতি দেওয়ায় তাকেদা বায়োফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ভারতে তাদের যাত্রা শুরু করেছে। এটিই দেশের প্রথম অনুমোদিত ডেঙ্গু টিকা। ভারতে ডেঙ্গুর প্রকোপ ক্রমাগত বাড়তে থাকায় এই অনুমোদন তাকেদাকে প্রতিষেধকমূলক স্বাস্থ্যসেবার এক বিশাল ও ক্রমবর্ধমান বাজারে জায়গা করে দিচ্ছে। এই টিকাটি ৪ থেকে ৬০ বছর বয়সী ব্যক্তিদের জন্য অনুমোদিত এবং অতীতে কারও ডেঙ্গু হয়ে থাকুক বা না থাকুক, উভয় ক্ষেত্রেই এটি দেওয়া যাবে। অর্থাৎ, টিকা দেওয়ার আগে কোনও পরীক্ষা বা স্ক্রিনিং করার প্রয়োজন পড়বে না। বিশ্বব্যাপী মোট ডেঙ্গু আক্রান্তের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ভারতের। গত দুই দশকে দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২৫ সালে তা ১.১৩ লক্ষ অতিক্রম করেছে। বিশ্বব্যাপী ভারত সহ ৪৩টি দেশে 'কিউডেঙ্গা' অনুমোদন পেয়েছে এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৩ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি ডোজ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডেঙ্গু-প্রবণ এলাকাগুলির জন্য এটি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে। দুই ডোজের এই টিকাটি ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপের বিরুদ্ধেই সুরক্ষা প্রদান করতে সক্ষম।

১৯টি ফেজ ১, ২ এবং ৩ ট্রায়ালে ২৮ হাজারেরও বেশি অংশগ্রহণকারীর ওপর পরিচালিত তাকেদার ক্লিনিকাল ট্রায়ালের ওপর ভিত্তি করেই এই অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফেজ-৩ 'টাইডস' গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, ১২ মাস পর ভাইরাস দ্বারা নিশ্চিত হওয়া ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে এই টিকার কার্যকারিতা ছিল ৮০.২%। এছাড়া ১৮ মাস পর ডেঙ্গুজনিত হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে ৯০.৪% এবং ৪.৫ বছর পর হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে ৮৪.১% সুরক্ষা দেখা গিয়েছে। সাত বছরের ফলো-আপ ডেটাতেও এর দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়েছে। পাশাপাশি, ভারতে পরিচালিত একটি আলাদা ফেজ-৩ গবেষণায় প্রাপ্তবয়স্ক, কিশোর-কিশোরী এবং শিশুদের ক্ষেত্রে এই টিকার নিরাপত্তা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। তাকেদা জানিয়েছে যে, তারা 'কিউডেঙ্গা'-র পরিকল্পিত বিতরণ এবং সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে ভারতের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং জনস্বাস্থ্য খাতের অংশীদারদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে। এর পাশাপাশি নজরদারি, সচেতনতা বৃদ্ধি, মশা নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

সস্তা ও 'নিউরাল ইঞ্জিন' লঞ্চ মোবঅ্যাভিনিউ এআই-এর

কলকাতা: অ্যাডটেক খাতের বিশ্বমানের প্ল্যাটফর্ম 'মোবঅ্যাভিনিউ এআই টেক লিমিটেড' (BSE: INE622Q01027) তাদের নতুন ব্র্যান্ড সস্তা এবং 'মোবঅ্যাভিনিউ নিউরাল ইঞ্জিন' চালুর কথা ঘোষণা করেছে। মুম্বইয়ের একটি বুটস্ট্র্যাপড স্টার্টআপ থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছানো এই এআই-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হলো বিজ্ঞাপন পরিকল্পনা, পরিচালনা ও মূল্যায়নের পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা।

২০১৭ সালে দুই ১৭ বছর বয়সী ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী তেজস রাঠোর ও কুণাল কোঠারির হাত ধরে শুরু হওয়া সংস্থাটিতে পরবর্তীতে ইশাঙ্ক জোশী যোগ দেন। ২০২৫ সালে পাবলিকলি তালিকাভুক্ত হওয়া ২০০+ কর্মীর এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে যুক্ত ১৫০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড। নতুন নিউরাল ইঞ্জিন চালুর মাধ্যমে সংস্থাটি প্রচার চালানো বা 'ক্যাম্পেইন এক্সিকিউশন'-এর গণ্ডি পেরিয়ে বিপণনকারীদের 'সিদ্ধান্ত গ্রহণে' সরাসরি সহায়তা করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মোবঅ্যাভিনিউ নিউরাল ইঞ্জিন মূলত একটি এআই ইন্টেলিজেন্স লেয়ার, যা মাত্র ৫৯ সেকেন্ডের মধ্যে পুরো বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়াটি লাইভ করতে সক্ষম। সংস্থাটির 'A³' (সচেতনতা, অধিগ্রহণ ও সক্রিয়করণ) ফ্রেমওয়ার্কের ওপর ভিত্তি করে এটি পরিকল্পনা, সঙ্গে সঙ্গে এক্সিকিউশন, ক্রিয়েটিভ ইন্টেলিজেন্স এবং প্রাকৃতিক ভাষায় প্রশ্ন উত্তরের সুবিধাসহ 'কনভার্সেশনাল রিপোর্টিং' সুবিধা দেবে। তেজস রাঠোরের মতে, এই প্রযুক্তি কাজের জটিলতা কমিয়ে বিপণনকারীদের সময় সাশ্রয় করবে।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সিঙ্গাপুরে ব্যবসা সম্প্রসারণের পর সম্প্রতি নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে মোবঅ্যাভিনিউ-এর এই নতুন লোগো ও রূপ উন্মোচিত হয়। কুণাল কোঠারির মতে, কোনও বহিরাগত পুঁজি ছাড়া মুম্বই থেকে শুরু করে বিশ্বমঞ্চে স্থান করে নেওয়ার এই পথচলা ভারতের এক বিরাট সাফল্য। "CONNECTING WHAT'S NEXT" - এই নতুন ট্যাগলাইনকে সামনে রেখে মোবঅ্যাভিনিউ এআই এখন প্রতিটি সংস্থাকে এআই-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য ফলাফলের দিকে এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

NEET ২০২৬-এ ফিজিক্সওয়ালা-র শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল পারফরম্যান্স, মালদার কৃতিদের সংবর্ধনা

মালদা: শিক্ষা প্রযুক্তি সংস্থা ফিজিক্সওয়ালা ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি-কাম-এন্ট্রান্স টেস্ট ২০২৬-এ তাদের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বপূর্ণ পারফরম্যান্সের কথা ঘোষণা করেছে, যেখানে বেশ কয়েকজন পরীক্ষার্থী শীর্ষ ALL INDIA RANK অর্জন করেছে। সর্বোচ্চ স্কোরারদের মধ্যে ছিলেন রবিকান্ত দিবাকর (AIR ৫৫), শিবাংশ আনন্দ (AIR ১৫২), দিব্যাংশ জয়সওয়াল (AIR ১৭৩) এবং সাক্ষী কুমারী (AIR ১৯২)। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই ফলাফল তাদের অনলাইন কোর্স এবং প্রযুক্তি-চালিত 'পিডব্লিউ বিদ্যাপীঠ' কেন্দ্রগুলোর কার্যকারিতাকেই প্রতিফলিত করে, যা শিক্ষার্থীদের ফ্লেক্সিবল লার্নিং মোডের মাধ্যমে প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

এই সাফল্যকে উদযাপন করতে ফিজিক্সওয়ালা মালদাতে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, যেখানে জাতীয় স্তরের এই মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফলতার জন্য রাজবীর দত্ত (AIR ৮৭১), নাসিবুর রহমান (AIR ৪০৪২) এবং শেখ রবিউল (AIR ৬৩৪৭) সহ স্থানীয় কৃতিদের সম্মানিত করা হয়।

শিক্ষার্থীরা এই অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরীক্ষায় ভালো ফল করার পেছনে নিয়মিত মক টেস্ট, কনসেপ্ট-ভিত্তিক শিক্ষাদান, ডাউট-ক্লিয়ারিং সেশন এবং ভিডিও ব্যাখ্যার সহযোগিতাকে কৃতিত্ব দিয়েছেন।

পরীক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে ফিজিক্সওয়ালা-র প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও অলখ পাণ্ডে বলেন যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর পরিশ্রমই স্বীকৃতির দাবিদার। এর পাশাপাশি তিনি আরও যোগ করেন, যারা তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারেনি তাদের এই পরীক্ষাকে একটি দীর্ঘ শিক্ষাগত যাত্রার কেবল একটি মাইলফলক হিসেবে দেখা উচিত।

সংস্থার মতে, তাদের NEET প্রস্তুতির ইকোসিস্টেম সাশ্রয়ী কোচিংয়ের সঙ্গে এআই-পার্সোনালাইজড রিভিশন, দৈনিক অনুশীলন, ভিডিও সলিউশন সহ মক টেস্ট এবং ২৪X৭ ডাউট রেজোলিউশনের মতো প্রযুক্তি-চালিত বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয় ঘটায়। NEET (ইউজি) ২০২৬ পরীক্ষায় প্রায় ২০ লক্ষ পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে প্রায় ১১.২১ লক্ষ পরীক্ষার্থী স্নাতক স্তরের মেডিকেল ভর্তির জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

সিঙ্গাপুরে মাসে ২ লক্ষের ইন্টার্নশিপ

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরের সৌরাশিস সরকার, বর্তমানে স্কেলার স্কুল অফ টেকনোলজি (SST)-এর ছাত্র। কোভিড-১৯ লকডাউনের সময় নিজে নিজে কোডিং শেখা শুরু করে পরে বিভিন্ন হ্যাকাথনে অংশ নেন এবং শিল্পমুখী শিক্ষার জন্য এসএসটি-তে ভর্তি হন।

পড়াশোনার পাশাপাশি একাধিক ইন্টার্নশিপের অভিজ্ঞতার পর ২০২৫ সালে কলেজের বিশেষ ক্যাম্পাস নিয়োগের মাধ্যমে তিনি সিঙ্গাপুরের হেলথ টেক স্টার্টআপ নিউরোওয়াইজার-এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টার্নশিপ পান। আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তিন মাস সিঙ্গাপুরে কাজ করেন। তাঁর মাসিক ভাতা ছিল ৩,০০০ সিঙ্গাপুর ডলার (প্রায় ২ লক্ষ টাকা)। সেখানে আন্তর্জাতিক কর্মপরিবেশে কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের টিমের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সৌরাশিস জানান, স্কেলার স্কুল অফ টেকনোলজি-তে ডেটা স্ট্রাকচার, অ্যালগরিদম (DSA) ও ব্যাকএন্ড ডেভেলপমেন্টে গড়ে ওঠা ভিত্তি তাঁকে আন্তর্জাতিক স্তরে কাজের আত্মবিশ্বাস দিয়েছে।

২০২৫ সালের মার্চে শুধুমাত্র এসএসটি-র শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ১০০-রও বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেন। একাধিক ধাপের বাছাই শেষে মাত্র ২ জন তিন মাসের এই সিঙ্গাপুর ইন্টার্নশিপের জন্য নির্বাচিত হন।

ব্যাকএন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টার্ন হিসেবে সৌরাশিস হাসপাতালগুলির জন্য নিউরোওয়াইজার-এর ডিজিটাল ব্রেন ফাংশনিং ও কগনিটিভ স্ক্রিনিং প্ল্যাটফর্মের সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন নিয়ে কাজ করেন।

এছাড়া ২০২৫ সালের শুরুতে তিনি ডেল্টা এডুকেশন-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা হন। প্রযুক্তিনির্ভর কলেজে ভর্তি-সহায়ক এই প্ল্যাটফর্ম ইতিমধ্যেই প্রায় ১০ লক্ষ টাকা আয় করেছে। ২০২৪ সালে তিনি আইসিপিসি আঞ্চলিক প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা-এও যোগ্যতা অর্জন করেন।

বাইক ট্যাক্সি নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দিয়ে CUTS ইন্টারন্যাশনাল-এর রিপোর্ট

কলকাতা: ভারতের CUTS ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রকাশিত একটি নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন নিয়মকানুনের সমস্যা দূর করতে, গিগ ওয়ার্কারদের জীবিকা রক্ষা করতে, ফার্স্ট ও লাস্ট-মাইল কানেক্টিভিটি উন্নত করতে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাইক ট্যাক্সির জন্য একটি সুসংগত, তথ্যপ্রমাণ-ভিত্তিক ও সংগতিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর প্রয়োজন রয়েছে।

"হারমোনাইজিং বাইক ট্যাক্সি রেগুলেশনস ইন ইন্ডিয়া: অ্যান এভিডেন্স-বেসড অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড সাজেস্টেড পাথওয়েজ ফর রিফর্ম" শীর্ষক এই রিপোর্টটি সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির অর্থনীতি বিষয়ক জাতীয় মুখপাত্র গোপাল কৃষ্ণ আগরওয়াল প্রকাশ করেন। আগরওয়াল বলেন, "ভারত যখন তার সহজ জীবনযাত্রার এজেন্ডাকে শক্তিশালী করছে, তখন একটি সমন্বিত গতিশীলতা বাস্তুতন্ত্র সংযুক্তি, কর্মসংস্থান, উৎপাদনশীলতা এবং টেকসই বৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে।"

ভারতে বাইক ট্যাক্সি সংক্রান্ত নিয়মকানুন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করায় কোথাও শিথিল নিয়ম, কোথাও কঠোর বিধিনিষেধ বা শুধু বৈদ্যুতিক যান ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছে। CUTS ইন্টারন্যাশনাল-এর মতে, এই খণ্ডিত ব্যবস্থার কারণে যাত্রী, গিগ ওয়ার্কার ও প্ল্যাটফর্ম এগ্রিগেটরদের মধ্যে আইনি অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে সংস্থাটি একটি তথ্যপ্রমাণ-ভিত্তিক ও সুসংগত জাতীয় নীতি কাঠামোর সুপারিশ করেছে।

রিপোর্ট প্রকাশনা উপলক্ষে আয়োজিত প্যানেল ডিসকাশনে উবার, র‍্যাপিডো, আইআইআইটি দিল্লি এবং চিরাল কনসাল্টিং-এর বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। আলোচনার সঞ্চালনা করেন CUTS-এর রিসার্চ ডিরেক্টর অমল কুলকার্নি। বক্তারা জোর দিয়ে বলেন, বাইক ট্যাক্সিকে ভারতের নগর গতিশীলতার একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে দেখা উচিত, যা সুলভ যাতায়াত, ফার্স্ট ও লাস্ট-মাইল সংযোগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

CUTS ইন্টারন্যাশনাল একটি স্বচ্ছ ও অনুমানযোগ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার, শিল্প খাত ও সুশীল সমাজের মধ্যে ধারাবাহিক সহযোগিতার ওপর জোর দিয়েছে।

নেটফ্লিক্সে লঞ্চ হলো 'অপারেশন সফেদ সাগর'-এর ট্রেলার

কলকাতা: ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত হাই-অল্টিটিউড এরিয়াল মিলিটারি ড্রামা সিরিজ 'অপারেশন সফেদ সাগর'-এর ট্রেলার সদ্য মুক্তি পেয়েছে নেটফ্লিক্স-এ। অনি সেনের পরিচালনায় এবং অভিজিৎ সিং পারমার ও কুশল শ্রীবাস্তবের ভাবনায় তৈরি এই বিশেষ সিরিজটি আগামী ৭ অগাস্ট থেকে শুধুমাত্র নেটফ্লিক্সে সম্প্রচারিত হবে। ম্যাচবক্স শটস এলএলপি এবং ফিল গুড ফিল্মসের যৌথ প্রযোজনায় তৈরি এই সিরিজে জিমি শেরগিল (উইং কমান্ডার বি.এস. ধানোয়া চরিত্রে), সিদ্ধান্ত (স্কোয়াড্রন লিডার অজয় আহুজা চরিত্রে), অভয় ভার্মা, দিয়া মির্জা, প্রাজক্তা কোলি ও আদিল হুসেন সহ একঝাঁক প্রতিভাবান শিল্পী অভিনয় করেছেন।

গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'গোল্ডেন অ্যারোজ স্কোয়াড্রন'-এর অদেখা বীরত্বপূর্ণ অভিযান। এয়ার চিফ মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) বি.এস. ধানোয়ার প্রত্যক্ষ দিকনির্দেশনায় এবং বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সেনাদের সহযোগিতায় বাস্তবের ওপর নির্ভর করে এটি তৈরি করা হয়েছে। নিখুঁত ফুটেজ পেতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর আসল যুদ্ধবিমান, সামরিক পরিকাঠামো এবং দুর্গম ঘাঁটিতেই দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে। এতে সেনানিদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের ত্যাগ ও মানসিক লড়াইয়ের গল্পও ফুটে উঠেছে।

নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়ার কনটেন্ট বিভাগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মনিকা শেরগিল এটিকে ভারতের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রযোজনা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, "এটি আমাদের দেশের সৃজনশীল শিল্পীদের অতুলনীয় কারুকার্য ও নিখুঁত দূরদর্শিতার প্রতীক। ভারতীয় বিমান বাহিনীর অভাবনীয় সহযোগিতা এবং দুর্দান্ত কলাকুশলীদের মেধার জোরেই এই ঐতিহাসিক মিশনটি পর্দায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, যা বিশ্বজুড়ে দর্শকদের গভীরভাবে স্পর্শ করবে।"

NEET-এ নজর কাড়লো ফিজিক্সওয়ালা

শিলিগুড়ি: শিক্ষা প্রযুক্তি সংস্থা ফিজিক্সওয়ালাহ (PW)-এর একাধিক পড়ুয়া NEET (UG) ২০২৬ পরীক্ষায় ALL INDIA RANK (AIR)-এ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। সেরাদের মধ্যে রয়েছেন রবিকান্ত দিবাকর (AIR 55), শিবাংশ আনন্দ (AIR 152), দিব্যাংশ জয়সওয়াল (AIR 173) এবং সাক্ষী কুমারী (AIR 192)।

প্রসঙ্গত, NEET (UG) ২০২৬ পরীক্ষায় প্রায় ২০ লক্ষ পরীক্ষার্থী অংশ নেন। এর মধ্যে প্রায় ১১.২১ লক্ষ পরীক্ষার্থী মেডিক্যাল স্নাতক কোর্সে ভর্তির জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এই সাফল্য উদযাপনে শিলিগুড়িতে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফিজিক্সওয়ালাহ। অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের সফল পড়ুয়াদেরও সম্মান জানানো হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাগ্নিক চক্রবর্তী (AIR 4385), চন্দ্রচূড় সেন (AIR 4653) এবং দত্তাদ্রি বণিক (AIR 6483)। সফল পড়ুয়াদের কথায়, নিয়মিত মক টেস্ট, সহজভাবে বিষয়ভিত্তিক পড়ানো, ভিডিও ক্লাস এবং ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

ফিজিক্সওয়ালাহ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও আলখ পাণ্ডে সফল পরীক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই সাফল্য তাদের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার ফল। একই সঙ্গে যাঁরা প্রত্যাশিত ফল পাননি, তাঁদের হতাশ না হয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সংস্থার দাবী, অনলাইন ও অফলাইন PW বিদ্যাপীঠ-এর মাধ্যমে পড়াশোনা, AI-ভিত্তিক রিভিশন, মক টেস্ট, দৈনিক অনুশীলন এবং ২৪ ঘণ্টার ডাউট সাপোর্ট শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিকে আরও কার্যকর করে তুলেছে।

এএসসিআই-এর ইতিহাসে সর্বোচ্চ ভলান্টারি কমপ্লায়েন্সের রেকর্ড

কলকাতা: ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বা এএসসিআই ৯৯.৭% ভলান্টারি কমপ্লায়েন্স রেজিস্টার করেছে। বিজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর বিষয়ে এএসসিআই-এর সুপারিশগুলো ছোট-বড় নির্বিশেষে সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতারাই মেনে নিয়েছেন। ভারতের অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং শেয়ারড ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের বাজারের নিরিখে এই ফলাফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি এএসসিআই-এর ইতিহাসে এযাবৎকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড।

চলতি বছরের শুরুর দিকে এএসসিআই-এর বার্ষিক অভিযোগ রিপোর্টে জানানো হয়েছিল, ২০১৫-২৬ অর্থবর্ষে এই ভলান্টারি কমপ্লায়েন্সের হার ছিল ৮৬%। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে এটি ছিল ৮৩%। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে এএসসিআই বিভিন্ন ক্ষেত্রের ১,০৮৯টি বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত ১,৬১৬টি অভিযোগ খতিয়ে দেখা হয়েছে। এই ১,০৮৯টি বিজ্ঞাপনের মধ্যে ১৭৯টি ছিল ইনফ্লুয়েন্সারদের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে জড়িত, যা দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের ওপর এএসসিআই-এর লাগাতার নজরদারির বিষয়টিকে তুলে ধরে।

এবছরের প্রথম কোয়ার্টারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বড় ব্র্যান্ড থেকে শুরু করে ছোট কোম্পানি এবং সিঙ্গল ইনফ্লুয়েন্সার সবাই নির্দেশ পাওয়া মাত্রই বিজ্ঞাপন সংশোধন বা প্রত্যাহার করে এএসসিআই-এর নিয়ম মেনে চলছেন। এর ফলে ট্র্যাডিশনাল মিডিয়াম যেমন প্রিন্ট ও টিভির পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমেও স্বেচ্ছাধীন সম্মতির হার প্রায় সমান স্তরে পৌঁছেছে, যা ভারতের বিজ্ঞাপন সেলফ-রেগুলেশন কাঠামোর জন্য একটি বিশাল বড় সাফল্য। ইন্ডাস্ট্রি এখন বুঝতে পারছে যে, ব্যবসায়িক স্বার্থেই গ্রাহকের আস্থা অর্জন করা জরুরি।

এএসসিআই-এর সিইও মনীষা কাপুরের বক্তব্য, "৯৯.৭% ভলান্টারি কমপ্লায়েন্সের এই রেকর্ড হার দায়িত্বশীল বিজ্ঞাপনের প্রতি ইন্ডাস্ট্রির প্রতিশ্রুতি ও সেলফ-রেগুলেশন কাঠামোর কার্যকারিতার প্রমাণ। বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্সি, ইনফ্লুয়েন্সার ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের যৌথ প্রচেষ্টা এবং কনজিউমার কমপ্লেন্টস কাউন্সিল (সিসিসি) ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই গ্রাহকদের বিশ্বাস রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।"

চরম তাপপ্রবাহে মাতৃস্বাস্থ্য খাতে বাড়ছে উদ্বেগ

কলকাতা: একটি নতুন জাতীয় সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গর্ভাবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে চরম তাপপ্রবাহের সংস্পর্শে থাকলে প্রতিকূল জন্ম-পরিণতির ঝুঁকি বেড়ে যায়। এই ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ মহিলাদের ক্ষেত্রে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ এলাকা আর্দ্র উপ-উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে হওয়ায় এই গবেষণা রাজ্যের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

'ভারতে চরম তাপজনিত চাপের প্রভাবে গর্ভাবস্থার প্রতিকূল ফলাফল' শীর্ষক এই গবেষণায় ২০১৫-২০২০ সালের মধ্যে নথিভুক্ত ২,০৯,২৬৬টি প্রসবের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইন্ডিয়া হিট ইনডেক্সের ভিত্তিতে গর্ভাবস্থায় টানা কতদিন 'অত্যন্ত গরম' অবস্থার মধ্যে ছিলেন, তার মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ কমিউনিকেশনস-এ।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গর্ভাবস্থায় প্রতিটি অতিরিক্ত ধারাবাহিক চরম গরমের দিন কম ওজনের শিশুর জন্মের সম্ভাবনা প্রায় ১ শতাংশ বাড়ায়। প্রথম ত্রৈমাসিকে তাপপ্রবাহের সংস্পর্শ অকাল প্রসবের ঝুঁকি বাড়ায়, আর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে তা কম ওজনের শিশুর জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত।

গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন ইউনিভার্সিটি অব কুইন্সল্যান্ড–আইআইটি দিল্লি অ্যাকাডেমি অব রিসার্চের গবেষকরা। সহযোগিতা করেছে আইআইটি দিল্লি, ইউনিভার্সিটি অব কুইন্সল্যান্ড, ইউএনএসডব্লিউ সিডনি, ইউনিভার্সিটি অব এক্সেটার এবং কোরিয়া ইউনিভার্সিটি।

প্রধান গবেষক ভিনীথা ভিনসেন্ট বলেন, গর্ভাবস্থায় প্রতিটি অতিরিক্ত চরম গরমের দিনের সঙ্গে শিশুর ঝুঁকি বাড়ে, তাই উষ্ণতর জলবায়ুর প্রেক্ষাপটে গর্ভবতী নারীদের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি।

সমীক্ষায় আরও দেখা গিয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই বা শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন এমন মায়েদের ক্ষেত্রে কম ওজনের শিশু বা মৃত শিশুর জন্মের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি। শহর ও গ্রাম—উভয় এলাকাতেই এই প্রবণতা দেখা গেছে।

এবিষয়ে সহ-লেখক ও আইআইটি দিল্লির অধ্যাপক সাগ্নিক দে বলেন, চরম তাপপ্রবাহের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে দরিদ্র, কম শিক্ষিত ও অপুষ্টিতে ভোগা গর্ভবতী মহিলাদের ওপর। তাই জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনায় এই ঝুঁকিপূর্ণ নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি।

স্মাইল ট্রেনের ৮ লক্ষাধিক বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের মাইলফলক

কলকাতা: এবছর ২০ জুলাই বিশ্বজুড়ে পালিত হলো 'বিশ্ব ক্লেফট সচেতনতা দিবস'। এ বছর স্মাইল ট্রেন ইন্ডিয়া ক্লেফট অস্ত্রোপচারের জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে, ২০০০ সাল থেকে তারা ভারতে ৮,০০,০০০-এরও বেশি শিশুর বিনামূল্যে সফল অস্ত্রোপচারে সহায়তা করেছে।

ভারতে প্রতি বছর প্রায় ৩৫,০০০ শিশু এই সমস্যা নিয়ে জন্মায়। কিন্তু সামাজিক কুসংস্কার ও তথ্যের অভাবে অনেকেই সঠিক সময়ে চিকিৎসা পায় না। চিকিৎসায় দেরি হলে শিশুদের অপুষ্টি, খাওয়াদাওয়ার কষ্ট, কথা বলা ও শোনার সমস্যা এবং মানসিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। স্মাইল ট্রেন ইন্ডিয়া কেবল অস্ত্রোপচারই নয়, বরং পুষ্টি সহায়তা, স্পিচ থেরাপি ও অর্থোডন্টিক চিকিৎসার মতো সার্বিক সেবা প্রদান করে। স্থানীয় ডাক্তার ও নার্সদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সংস্থাটি টেকসই স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তুলছে।

স্মাইল ট্রেনের এশিয়া অঞ্চলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আঞ্চলিক পরিচালক মমতা ক্যারল বলেন, "চিকিৎসার সুযোগ বাড়লেও সচেতনতা তৈরি করাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বহু পরিবার জানতেই পারে না যে এই সমস্যার নিরাময় সম্ভব। এই সচেতনতার ঘাটতি দূর করতে পারলে আমরা সময়মতো প্রতিটি শিশুর কাছে পৌঁছাতে পারব।" এই সচেতনতা দিবসে সংস্থাটি সমাজ, সংবাদমাধ্যম ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছে। বিনামূল্যে চিকিৎসার বিস্তারিত তথ্যের জন্য স্মাইল ট্রেন ইন্ডিয়ার টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০৩ ৮৩০১-এ যোগাযোগ করা যাবে।

নতুন ব্যবসায়ীদের পাশে ক্যাশফ্রি, ২০২৭ পর্যন্ত ০% ফি

কলকাতা: ভারতের এআই-ভিত্তিক পেমেন্ট সংস্থা ক্যাশফ্রি পেমেন্টস নতুন ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ অফার ঘোষণা করেছে। ২০২৭ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে নতুন যুক্ত হওয়া ব্যবসায়ীরা প্রথম ২০ লক্ষ GMV-এর উপর ০% পেমেন্ট গেটওয়ে ফি-এর সুবিধা পাবেন।

সংস্থার মতে, উৎসবের মরশুমে ছোট ব্যবসার প্রায় ৪০% বার্ষিক বিক্রি হয়। তাই এই সময় পেমেন্ট গেটওয়ে ফি মকুব করে ব্যবসায়ীদের লাভের পরিমাণ বাড়াতে এবং সেই অর্থ পণ্য মজুত, বিজ্ঞাপন বা ডেলিভারিতে বিনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়াই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

এবিষয়ে ক্যাশফ্রির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও আকাশ সিনহা জানান, উৎসবের আগে প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হওয়া ৯০% ব্যবসায়ীর GMV ২০ লক্ষের নিচে থাকে, ফলে অধিকাংশই এই অফারের সম্পূর্ণ সুবিধা পাবেন। নতুন ব্যবসায়ীরা কয়েক মিনিটেই পরিষেবা চালু করতে পারবেন, পাবেন নেক্সট-ডে সেটেলমেন্ট এবং একজন ডেডিকেটেড অ্যাকাউন্ট ম্যানেজারের সহায়তা। ক্যাশফ্রির দাবী, এটি বর্তমানে ছোট ব্যবসার জন্য অন্যতম আকর্ষণীয় উৎসবকালীন অফার।

বর্ষায় স্বাস্থ্য পরিষেবা জোরদার করলো স্টার হেলথ

পশ্চিমবঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গে বর্ষায় ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, জ্বর ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ বাড়তে থাকায় স্টার হেলথ অ্যান্ড অ্যালাইড ইন্স্যুরেন্স স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও জোরদার করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে জ্বর ও সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে হোম হেলথকেয়ারের ব্যবহার ৮ গুণেরও বেশি বেড়েছে।

যাদের পলিসি আছে তারা "টক টু স্টার" হেল্পলাইন (৭২০০ ২২২ ৩৩৩)-এ ফোন করে হোম হেলথকেয়ার ও পরিকল্পিত হাসপাতালে ভর্তি সংক্রান্ত সহায়তা নিতে পারবেন। এছাড়া, পলিসি না থাকলেও স্টার হেলথ কাস্টমার অ্যাপ -এর মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা বিনামূল্যে ভার্চুয়াল ওপিডি-তে চিকিৎসকের পরামর্শ মিলবে।

এবিষয়ে স্টার হেলথের বিজনেস হেড অতীন রায় বলেন, বর্ষায় জ্বরকে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে অনেক জটিলতা এড়ানো সম্ভব।

যোগ্য পলিসি উপভোক্তারা পলিসির মেয়াদে অসীম টেলি-কনসালটেশন ও ক্যাশলেস হোম হেলথকেয়ার সুবিধা পাবেন। এর মধ্যে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বাড়িতে নার্সিং, রক্ত পরীক্ষা, স্যালাইন ও ইনজেকশনের ব্যবস্থাও রয়েছে। এনএসও-এর ৮০তম রাউন্ডের সমীক্ষা অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে গড়ে গ্রামীণ এলাকায় ৫৭,৯৬৪ এবং শহরে ৮২,৩৪৮ টাকা খরচ হয়। স্টার হেলথের দাবী, এই উদ্যোগ বর্ষায় দ্রুত, সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

সিকিমে বিলাসবহুল মানসিক স্বাস্থ্য নিরাময় কেন্দ্র চালু করল ভেদা রিহ্যাবিলিটেশন

কলকাতা: ভেদা রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ওয়েলনেস সিকিমে একটি বিলাসবহুল মানসিক স্বাস্থ্য, আসক্তি নিরাময় এবং সার্বিক সুস্থতাকেন্দ্র চালু করার মাধ্যমে ভারতে তাদের উপস্থিতি আরও সম্প্রসারিত করেছে। মুম্বই, দিল্লি এবং বেঙ্গালুরুর পর এটি তাদের চতুর্থ কেন্দ্র। রুমটেক পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই নতুন কেন্দ্রটি আসক্তি, মানসিক অবসাদ (বার্নআউট), আচরণগত আসক্তি এবং অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের সাহায্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এখানে আধুনিক ক্লিনিক্যাল

চিকিৎসার পাশাপাশি প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক নিরাময় পদ্ধতির এক বিশেষ সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এমন এক সময়ে এই কেন্দ্রটি চালু হলো যখন ভারতজুড়ে মানসিক স্বাস্থ্য এবং মাদকাসক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে। যার ফলে পুনর্বাসন কেন্দ্র নিয়ে সামাজিক দ্বিধা বা লজ্জা থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষ ও পরিবার পেশাদার চিকিৎসার সাহায্য নিচ্ছেন। ভেদা জানিয়েছে, এই কেন্দ্রটির মূল লক্ষ্য হলো এমন এক সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে ব্যক্তিগত পরিচর্যা, আধ্যাত্মিক সুস্থতা এবং জীবনধারাভিত্তিক থেরাপির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী নিরাময় সম্ভব হয়।

এই রিট্রিটটিতে রয়েছে ১১টি অল-স্যুট থাকার জায়গা, যার মধ্যে ৯টি লাক্সারি স্যুট এবং একটি দুই-রুমের রয়্যাল স্যুট। চিকিৎসা সংক্রান্ত থেরাপির পাশাপাশি এখানকার অতিথিরা যোগব্যায়াম, ধ্যান (মেডিটেশন), সাউন্ড হিলিং, আর্ট থেরাপি এবং শারীরিক গতিবিধি সংক্রান্ত সেশনে অংশ নিতে পারবেন। এছাড়া এখানে রয়েছে হিমালয়ের পাহাড়ি পথে হাঁটার গাইড, তাই চি সেশন, রুমটেক মঠের ভিক্ষুদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ, স্থানীয় জৈব বা অর্গানিক খাবার, ইনফিনিটি পুল, ফিটনেস সেন্টার, কাউন্সেলিং রুম, ধ্যান করার স্থান, মৃৎশিল্প তৈরির স্টুডিও (পট্রি স্টুডিও) এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক সুবিধা।

প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মনুন ঠাকুর বলেন, উত্তর-পূর্বে মানসম্পন্ন মানসিক স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন সেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সিকিমের শান্ত হিমালয় অঞ্চলটি তাদের এই সম্প্রসারণের জন্য একদম আদর্শ স্থান। তিনি আরও জানান, বেদ-এর মানুষ কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি রোগীদের স্বেচ্ছায় চিকিৎসা নিতে উৎসাহিত করে এবং সুস্থতার পরও পরিবারের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা ও জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

২৪ ঘণ্টায় ৮৪% ক্লেইম মেটালো এডেলওয়াইস লাইফ, সাফল্য

কলকাতা: এডেলওয়াইস লাইফ ইন্স্যুরেন্স অর্থবর্ষ ২৬-এ তাদের সর্বকালের সর্বোচ্চ ৯৯.৩১% ক্লেইম সেটেলমেন্ট রেশিও অর্জনের কথা জানিয়েছে। এর মাধ্যমে টানা চতুর্থ বছরের মতো তাদের এই অনুপাত ৯৯%-এর উপরে বজায় রয়েছে। কোম্পানিটি 'জিরো ক্লেইম পেন্ডেন্সি' বা শূন্য বিচারাধীন দাবির সাফল্যও অর্জন করেছে, যার অর্থ অর্থবর্ষের মধ্যে প্রাপ্ত প্রতিটি দাবির নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এটি গ্রাহক ও তাঁদের পরিবারের প্রয়োজনের মুহূর্তে পাশে থাকার ক্ষেত্রে এই জীবন বীমা সংস্থার প্রতিশ্রুতিকে পুনর্ব্যক্ত করে।

ক্লেইম সেটেলমেন্ট রেশিও হলো মোট প্রাপ্ত দাবির সাপেক্ষে কত শতাংশ ক্ষেত্রে বীমার দাবি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে তার পরিমাপ। গ্রাহকদের প্রতি বীমা সংস্থার প্রতিশ্রুতি রক্ষার সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

এডেলওয়াইস লাইফ ইন্স্যুরেন্সের এমডি ও সিইও সুমিত রায় বলেছেন, "জীবন বীমা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, কারণ এটি ক্রয়ের বেশ কয়েক বছর পর এর মূল্য পাওয়া যায়। এটি এমন এক প্রতিশ্রুতি যা একজন পলিসিহোল্ডার তাঁর প্রিয়জনদের দিয়ে থাকেন। আমরা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করি, যাতে তাঁদের স্বপ্ন ও লক্ষ্যগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে। এই সংখ্যাটি নিশ্চিত করে যে, প্রকৃত দাবিগুলি যেন দ্রুত, যত্ন ও স্বচ্ছতার সঙ্গে নিষ্পত্তি করা হয়, তার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে।"

কোম্পানিটির 'ইনস্টা-ক্লেইমস' উদ্যোগের অধীনে যোগ্য দাবিগুলির ৮৪% ক্ষেত্রেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এটি আবেগের দিক থেকে কঠিন সময়ে উপভোক্তাদের দ্রুত অর্থ পেতে এবং অনিশ্চয়তা কমাতে সাহায্য করেছে। এভাবেই এডেলওয়াইস লাইফ তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের সক্ষমতাকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে চলেছে, যা নিশ্চিত করে যে, পরিবারগুলির যখন সবচেয়ে বেশি সহায়তার প্রয়োজন হয়, তখন তারা কোম্পানির ওপর পূর্ণ ভরসা রাখতে পারে।

দুর্গাপুরে ক্রাউস জিনসে বর্ষার বিশেষ অফার

দুর্গাপুর: বর্ষার মরশুমে নিজের পোশাকের সংগ্রহ নতুন করে সাজানোর সুযোগ নিয়ে এসেছে ক্রাউস জিনস। অফিস হোক কিংবা ঘুরতে যাওয়া, অথবা হোক না বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা কিংবা প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য আরামদায়ক ও স্টাইলিশ পোশাক মিলবে দুর্গাপুরের ক্রাউস জিনস স্টোরে।

ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় নারী পোশাকের ব্র্যান্ড ক্রাউস জিনস-এ চলছে আকর্ষণীয় অফার। নির্বাচিত পোশাকে ১টি কিনলে ২৫% ছাড়, ২টি বা তার বেশি কিনলে ৪০% ছাড়, এছাড়াও কিছু নির্দিষ্ট পোশাকে ফ্ল্যাট ৫০% ছাড় পাওয়া যাচ্ছে।

এই কালেকশনে রয়েছে সুপার ওয়াইড-লেগ ডেনিম, স্ট্রেট-ফিট ও ফ্লেয়ার্ড জিনস, কোরিয়ান প্যান্ট, আরামদায়ক লিনেন ট্রাউজার, ওভারসাইজড টি-শার্ট এবং বেবি টি। পোশাকগুলি সাদা, বেইজ, পাউডার ব্লু, ব্লাশ পিঙ্ক, সেজ গ্রিন এবং বিভিন্ন ডেনিম শেডে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্রাউস জিনসের প্রতিষ্ঠাতা রবি পাঞ্জাবি বলেন, বর্তমান প্রজন্ম এমন পোশাক চায় যা একসঙ্গে স্টাইলিশ, আরামদায়ক ও সব ধরনের পরিবেশে পরার উপযোগী। তাই এই অফারের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাশ্রয়ী মূল্যে প্রিমিয়াম মানের ফ্যাশন কেনার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে ক্রাউস জিনসের ৩৩টি এক্সক্লুসিভ স্টোর রয়েছে। দুর্গাপুরের স্টোরেও এই সীমিত সময়ের অফার চালু রয়েছে, তবে স্টক থাকা পর্যন্ত।

কেরোকলের H40 টাইল অ্যাডহেসিভ লঞ্চ

কলকাতা: টেকসই নির্মাণ সমাধানের বিশ্বখ্যাত অগ্রগামী প্রতিষ্ঠান কেরোকল তাদের ফ্ল্যাগশিপ 'H40' ক্যাটাগরিকে আরও শক্তিশালী করে টাইল অ্যাডহেসিভ প্রযুক্তিতে নতুন উদ্ভাবন বজায় রেখেছে। আধুনিক নির্মাণের নানাবিধ চাহিদা বৃদ্ধি এবং ইনস্টলেশন প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কেরোকল উন্নত প্রযুক্তি, স্থায়িত্ব এবং নির্ভুলতার ওপর ভিত্তি করে এক ভবিষ্যৎ-উপযোগী অ্যাডহেসিভ পোর্টফোলিও তুলে ধরছে।

এই উদ্ভাবনের কেন্দ্রে রয়েছে 'H40 GEL', টাইল লাগানোর ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী প্রযুক্তি। এর অসাধারণ কার্যক্ষমতা, স্থায়িত্ব এবং বহুমুখী ব্যবহারের জন্য পেশাদারদের কাছে এটি একটি বিশ্বস্ত নাম। এর অনন্য 'জেল-টেকনোলজি' উপযুক্ত ঘনত্ব, সম্পূর্ণ আর্দ্রতা এবং শক্তিশালী বন্ধন নিশ্চিত করে, যা আধুনিক অ্যাডহেসিভ সিস্টেমে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে।

'H40 GEL'-এর সাফল্যের পর কেরোকল ভারতীয় বাজারে 'H40 EXTREME' এবং 'H40 TECH' নিয়ে এসেছে। বিশালাকার টাইলস বসানো এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মতো আধুনিক নির্মাণের জটিল চাহিদা মেটাতে এই পণ্যগুলো বিশেষভাবে তৈরি। সঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে এগুলো নির্বাচিত পার্টনারদের মাধ্যমেই মিলবে। H40 GEL, H40 EXTREME এবং H40 TECH—এই তিনটি পণ্য মিলে একটি সম্পূর্ণ অ্যাডহেসিভ সিস্টেম গঠন করে, যা বিভিন্ন তলে ব্যবহারের উপযোগী এবং স্থপতি, ঠিকাদার ও কারিগরদের যেকোনও প্রকল্পের চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

কেরোকল-এর এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক আহজাম জাভেদ বলেন, "'H40 GEL' অ্যাডহেসিভ বিভাগে নতুন মানদণ্ড তৈরি করার পর, 'H40 TECH' ও 'H40 EXTREME' চালুর মাধ্যমে কেরোকল ভারতে পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি নিয়ে এসেছে। এই সম্প্রসারিত H40 রেঞ্জ আধুনিক নির্মাণের জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং উচ্চ মান, স্থায়িত্ব ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে সক্ষম। বিশ্বমানের ও টেকসই প্রযুক্তির মাধ্যমে বাস্তব সমস্যার সমাধান করে অ্যাডহেসিভ খাতে নিজেদের নেতৃত্ব ধরে রাখাই কেরোকল-এর মূল লক্ষ্য।"

কেরোকল ইন্ডিয়ার সিনিয়র প্রোডাক্ট ম্যানেজার অভিসাক্ষা সিনহা বলেন, "H40 TECH ও H40 EXTREME টাইল এবং পাথর বসানোর জটিল কাজের আধুনিক চাহিদা পূরণ করবে। আমরা বিশ্বাস করি, কাজের পরিবেশ উন্নত করা এবং কাজের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোই উদ্ভাবনের আসল সার্থকতা। এই নতুন পণ্যগুলি ভারতীয় বাজারে উন্নত, নির্ভরযোগ্য ও সহজে ব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার আমাদের অঙ্গীকারকে ফুটিয়ে তোলে।"

মালদায় ক্যানসার সচেতনতায় মণিপাল হাসপাতালের 'অন্বেষণা'

মালদা: মালদায় মণিপাল হাসপাতাল ইএম বাইপাসের উদ্যোগে 'অন্বেষণা' কর্মসূচির আয়োজন করা হল। ক্যানসার প্রতিরোধ, দ্রুত রোগ নির্ণয় ও আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি সাংবাদিকদের জন্য মিডিয়া প্রিভিলেজ কার্ড চালু করা হয়।

আইসিএমআর-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ভারতে প্রায় ১৫.৭ লক্ষ নতুন ক্যানসার রোগী ধরা পড়তে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সচেতনতার অভাব ও দেরীতে রোগ ধরা পড়ায় অনেক রোগী সময়মতো চিকিৎসা পান না। অনুষ্ঠানে ডা. সুদীপ দাস, ডা. অরিন্দম মণ্ডল ও ডা. সায়ন দাস আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন ইমিউনোথেরাপি, টার্গেটেড থেরাপি, রোবোটিক সার্জারি, আইজিআরটি, আইএমআরটি, ভিএমএটি ও এসবিআরটি -এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, দ্রুত রোগ নির্ণয় ও সমন্বিত চিকিৎসায় রোগীর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

এবিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, মিডিয়া প্রিভিলেজ কার্ড-এর মাধ্যমে সাংবাদিকদের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা তথ্য সহজে পৌঁছে দেওয়া হবে।

৫০ বছরে 'মাজা®', বিশেষ ডাক খাম প্রকাশ

কলকাতা: ভারতের জনপ্রিয় আম-ভিত্তিক পানীয় মাজা®-র ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতীয় আম দিবসে কোকা-কোলা ইন্ডিয়া ও ভারত সরকারের ডাক বিভাগ যৌথভাবে একটি বিশেষ ডাক খাম প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি প্রজেক্ট উন্নতি-র সঙ্গে যুক্ত আমচাষিদেরও সম্মান জানানো হয়।

নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পমন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান এই বিশেষ ডাক খামের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে ডাক বিভাগ, কোকা-কোলা ইন্ডিয়া, বোতলজাতকরণ অংশীদার, ফুডস অ্যান্ড ইনস লিমিটেড এবং সেনডেক্ট-এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭৬ সালে যাত্রা শুরু করা মাজা® গত পাঁচ দশক ধরে ভারতীয় আমের স্বাদ সারা বছর দেশের কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। 'বোতলজাত আমের ৫০ বছর উদযাপন' শিরোনামের এই বিশেষ ডাক খামে ব্র্যান্ডটির ৫০ বছরের পথচলা এবং আমচাষিদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

চিরাগ পাসওয়ান বলেন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মাজা® প্রশংসার যোগ্য। কোকা-কোলা ইন্ডিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট সুন্দীপ বাজোরিয়া জানান, মাজা® ৫০ বছর ধরে ভারতীয় আমের আসল স্বাদ ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি কৃষকদেরও সহযোগিতা করে আসছে।

এসএলএমজি বেভারেজেস -এর যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক পরিতোষ লাধানি বলেন, কৃষক থেকে শুরু করে পরিবেশক সমগ্র সরবরাহ ব্যবস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই মাজা® আজ দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য, ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মাজা® '৫০ সাল সে, সিপ-সিপ মে আম' নামে একটি জাতীয় প্রচারাভিযানও শুরু করেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96